

এআই-এর যুগেও বহাল তবিয়েতে চড়ক পুজো

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : বাংলা বছরের শেষদিনে শনিবার নানা স্থানে পালিত হচ্ছে চড়ক পুজো। আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্সের যুগেও বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী চৈত্র মাসের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে পালিত হচ্ছে এই পুজো। এটি বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোক উৎসব। নববর্ষের প্রথম দু-তিন দিন ধরে চড়ক উৎসব চলে। লিঙ্গপুরাণ, বৃহদ্রম্‌পুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে চৈত্র মাসে শিবের আরাধনার কথা বলা থাকলেও চড়ক পুজোর উল্লেখ নেই। তবে পাশ্চপত সম্প্রদায় প্রাচীন কালে এই উৎসব পালন করত। চড়ক পুজোর মূলে রয়েছে ভূতপ্রেত ও পুনর্জন্মবাদের প্রতি বিশ্বাস। চড়ক পুজোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল দৈহিক যন্ত্রণা। শারীরিক কষ্টকে চড়ক পুজোর এক বিশেষ অঙ্গ বলে মনে করা হয়। চড়কগাছে ভক্ত বা সন্ন্যাসীকে লোহার হুড়কা দিয়ে ঢাকার সঙ্গে বেঁধে দ্রুতবেগে ঘোরানো হয়। তাঁর পিঠে, হাতে, পায়ে, জিতে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বাণ শলাকা বিধিয়ে দেওয়া হয়। কখনও কখনও জ্বলন্ত লোহার শলাকা তাঁর গায়ে ফুঁড়ে দেওয়া হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার আইন করে এই উত্‌সব বন্ধ করে। তবে গ্রামবাংলার যে সব অঞ্চল মূলত কৃষিপ্রধান সেখানেই চড়কপুজো পালিত হয়ে আসছে। খাস কলকাতায় বিভিন স্ট্রিটে ছাতুবাবুর বাজারে বসেছে চড়ক উৎসব।

প্রচারে ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী প্রতীক উর রহমান

দূরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ১৩ এপ্রিল: তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে শনিবার প্রচারে নামলেন ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী প্রতীক উর রহমান। এদিনই ছিল তার প্রচারের প্রথম দিন। মহেশতলা থেকে প্রচার শুরু করেন প্রতীক উরা। প্রথমে পুরাতন ডাকঘরে আবুল বাসার ভবন থেকে ব্যানাজীহাট পর্যন্ত পদযাত্রা তারপর বাটা মোড় থেকে দুল্লী মোড় হয়ে মল্লিক বাজার পর্যন্ত হয় পদযাত্রা করেন তিনি । এদিনের পদযাত্রায় সিপিআইএম কনী সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

গোডাউন একটাই কিন্তু শোরুম দুটো আলাদা : সৃজন ভট্টাচার্য

দূরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ১৩ এপ্রিল : শনিবার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূলকে তোপ দাগলেন যাদবপুর কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। সৃজনের বক্তব্য অর্জুন সিং, মুকুল রায়, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী, বাবুল সুপ্রিয় এদের দেখলেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিজেপির যে কেউ যে কোনদিন তৃণমূলে চলে আসতে পারে। আবার সায়নী ঘোষ ও চলে যেতে পারে বিজেপিতে । দুই দলকে কটাক্ষ করে তার বক্তব্য গোডাউন একটাই কিন্তু শোরুম দুটো আলাদা। দলীয় কনী সমর্থকদের নিয়ে ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা পরিক্রমা করেন তিনি। প্রচারে বেরিয়ে ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা বরুন সরকারের সঙ্গে ও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি।

হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে বিধায়কের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ এপ্রিল : হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে বিধায়কের সামনেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বেশ কিছু ক্ষু্ণ তৃণমূল কর্মী। অভিযোগ, গত পঞ্চায়েত ভোটে যারা দলের হয়ে টিকিট পায়নি তাঁদের অনেকেই সেসময় দলবিরোধী বিভিন্ন কাজ করেছিলেন। উচ্চ নেতৃত্ব জানিয়ে দিয়েছিল তাঁদেরকে আর কোনওমতেই দলে নেওয়া হবেনা। কিন্তু শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে বিধায়কের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত ভোটে দিলল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়ানো এক পঞ্চায়েত সদস্য এবং তাঁর অনুগামীদের ফের দলে যোগদান করানোয় সেই নিয়ে স্থানীয় বেগুড়ী পঞ্চায়েতের তৃণমূলের অন্যান্য সদস্যরা এবং সমর্থকরা মিলে এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীদের দাবি অঞ্চলের কোনও নেতৃত্বকে না জানিয়েই এদের ফের দলে যোগদান করানো হয়েছে। এতে দলের ক্ষতি হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে বিধায়কের বক্তব্য জানা যায়নি।

নির্বাচনের প্রথম থেকে শেষ কোনো হিংসা বরদাস্ত করা হবে না : কমিশন

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : লোকসভা নির্বাচনের প্রথম থেকে শেষ কোনও পর্যায়ে কোনওরকম হিংসা বরদাস্ত করা হবে না বলে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে। এদিন সকাল থেকে কমিশনের কর্তারা প্রথম দফার তিনটি জেলা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। দিল্লি থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সে সেই বৈঠকে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে জেলাগুলিকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে। ভোটের সব পর্যায়েই পরাঁও সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখা হবে বলেও কমিশন কর্তারা আশ্বাস দিয়েছেন। প্রথম দফার নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ওই তিন জেলার ভোটাররা যাতে নিশ্চিন্তে ভোট দিতে আসতে পারেন এবং ভোট শেষ হলে যাতে কোথাও কোনওরকম হিংসা বা সন্ত্রাস না হয়, সেই বিষয়টির উপরে কড়া নজর দিতে বলছে নির্বাচন কমিশন। এর পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি পুলিশ সুপার এবং কমিশনারদেরকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

শুধু তাই নয়, ভোটের দিন প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর ভোট প্রক্রিয়া কটটা এগালে, কোথায় কী ধরনের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রয়েছে, তা নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ে । এর পরে সেই রিপোর্ট পাঠানো হবে দিল্লিতে।

প্রতি জেলায় একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : রাজ্যে আসম লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর যথাযথ ব্যবস্থার নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন প্রতি জেলায় একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেলাস্তরে কন্ট্রোল রুমে'র সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার জন্যই কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই এক জন অতিরিক্ত নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। আজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের তরফে সব জেলাশাসক তথা জেলার নির্বাচনী আধিকারিককে এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এর আগে ৬ এপ্রিল দুই বিশেষ পর্যবেক্ষকের সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। টিক করা হয়েছিল, জেলা স্তরে এক জন নোডাল অফিসারকে নিযুক্ত করা হবে, যিনি জেলায় জেলায় সব কটি কন্ট্রোল রুমে'র মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখবেন। এই নোটিস ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলা তথা রাজ্যের নোডাল পুলিশ অফিসার আনন্দ কুমার এবং রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সমন্বয়কারী বা কোঅর্ডিনেটর, আইজি সিআরপিএফ বি কে শর্মাকেও পাঠানো হয়েছে।

ভোট গ্রহন শুরুর পরে প্রতি ঘন্টায় রিপোর্ট জমা দিতে হবে, নির্দেশ কমিশনের



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : আগামী উনিশে এপ্রিল প্রথম দফায় রাজ্যের যে তিন আসনে ভোট নেওয়া হবে সেই কেন্দ্রগুলিতে ভোট গ্রহন শুরুর পরে প্রতি ঘন্টায় রিপোর্ট জমা দিতে হবে বলে নির্বাচন কমিশন জেলার চিটামির আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে। কমিশনের আধিকারিকরা আজ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে এই নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করার কথা বলা হয়েছে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। নির্বাচনের দিন কোথাও বেন কোথাও হিংসার ঘটনা না ঘটে তা সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

বাঘের আক্রমনের মুখ থেকে জীবিত অবস্থায় ফিরে এলো সুন্দরবনের এক মউলে

ভর্তি করা হলো কলকাতার হাসপাতালে, সরকারি সাহায্যের আবেদন এপিডিআর সংগঠনের

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ এপ্রিল: বছরের শেষে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরলো সুন্দরবনের এক মউলে। গত বুধবার সুন্দরবনের মৈপীঠ উপকূল থানার গুডগুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়লা ঘেরি গ্রামের তপন খাঁড়া নামে এক মউলে জয়দের খাঁড়া, গণেশ খাঁড়া,গুরুপদ খাঁড়া ও বাসুদেব মন্ডলকে সাথে নিয়ে সুন্দরবনের আজমালীর জঙ্গলে যায় মধু সংগ্রহ করতে। আর শনিবার সকালে জঙ্গলে মধু সংগ্রহের সময় পিছন থেকে আচমকা একটি বাঘ তপনের ঘাড়ের ওপর পড়ে তাড় করে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যেতে চাইলে তাঁর সাথে থাকা সঙ্গীরা বাঘের সাথে লড়াই করে বাঘের মুখ থেকে তপন



চালিয়ে ধর্মের আবেগ দিয়ে দাঙ্গা ফ্যাসাদ লাগানোর প্রয়াস। আমাদের

স্বস্তির দিন আপাতত শেষ, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ফের বাড়বে তাপের দাপট

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : স্বস্তির দিন আপাতত শেষ, এমনটাই জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফের বাড়বে তাপের দাপট। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।



কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : “আমাদের সময় এই দিনটি ছিল অন্যরকম আনন্দের দিন। তখন গরম থাকলেও এত ভয় ছিল না। এখন তো শুষ্কই হিট স্ট্রোকের ভয়। আমরা মাথায় কমাাল জড়িয়ে কলেজ স্ট্রিটে যেতাম। কেউ ছাতা ব্যবহার করত না। সেই যাওয়ার মধ্যেই ছিল প্রথম আনন্দ। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনের স্মৃতি এভাবেই রোমন্থন করেছেন প্রবীন সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, “পয়লা বৈশাখ এখন শুষ্কই স্মৃতি। কারণ কলেজ স্ট্রিট অগের মতো পয়লা বৈশাখ পালন হয় না। এখন বিভিন্ন জায়গায় বইলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শনিবার রাত পোহালেই ১ বৈশাখ। বইপাড়ার ব্যবসায়ী-প্রকাশকরা এই মুহূর্তে দারুণ ব্যস্ত বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে। অনেকে ই-আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন শুভানুধ্যায়ীদের কাছে। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিগন্ডের সভাপতি তথা ‘পত্রভারতী’-র কর্ণধার ত্রিদিবকুমার স্মৃতি। কারণ কলেজ স্ট্রিট অগের মতো, ‘বর্ষবরণের এই দিনে উদযাপন বাঙালির কাছে তাৎপর্যমণ্ডিত বিশেষত দুটি কারণে। এক, এটি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ একটি উৎসব দুই, এই দিনটিতে জড়িয়ে আছে বাঙালির ব্যবসা। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই বিশেষ দিনটি থেকেই গণেশ পুজো করে কালী-

একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ বছর জানুয়ারি থেকে এখনো পর্যন্ত সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু ঘটেছে চারজন মৎস্যজীবির। আর আহত হয়েছেন দুজন।তাঁর মধ্যে একজন মৎস্যজীবি ও একজন মউলে।

সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থেকে দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। আর সেই সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল এদিন বলেন, সুন্দরবনে বাঘের সাথে লড়াই করে জীবন জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের বহু গরীব মানুষ। বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় আজ জীবন হাতে নিয়ে



তাঁরা জঙ্গলে যাচ্ছে। আর ক্রমাগত ক্ষতির মুখে পড়ছে।

সরকারি মছল পাশ নিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিলো তপন খাঁড়া সহ চার জন মউলে।তাই অবিলম্বে সরকারের মউলের পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত। আমাদের দাবি - ১) চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব বিনামূল্যে সরকারি ভাবে করতে হবে।২) গুরুতর আহতদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারির ২০১৮ সার্কুলার অনুযায়ী ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি পুরন দিতে হবে। ৩) আহতদের সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সংসার চালানোর সমস্ত দায়িত্ব সরকারি কে নিতে হবে।নাহলে এদের পাশে থেকে আমাদের আন্দোলন চলাবে।

হুগলির শ্রীরামপুর আসনে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে জোর লড়াই

হুগলি, ১৩ এপ্রিল : হুগলি জেলার শ্রীরামপুর লোকসভা আসন দখল নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই তীব্র হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই লোকসভা আসন থেকে বিদায়ী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে। যেখানে বিজেপি কবির শঙ্কর বোসকে এবং সিপিএম দীপশিতা ধরকে প্রার্থী করেছে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, গত লোকসভা নির্বাচনের মতো এবারও শ্রীরামপুরে জোর লড়াই হবে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির

উত্তরপাড়ায় দিক্শিতা ধরের নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসকে দেখা গেল না, সাংবাদিককে ছবি তুলতে বাধা



দূরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ১৩ এপ্রিল : শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী দিক্শিতা ধর হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলার নির্বাচনী প্রচারে আসলেন শনিবার সকালে কিন্তু এই নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসকে দেখা গেল না বলে সাধারণ মানুষের গুঞ্জন শোনা গেল। এই প্রসঙ্গে সিপিএমের প্রাক্তন বিষায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ জানানলেন জেলা নেতাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে আমরা কংগ্রেসকে জানিয়েছি। কিন্তু উত্তরপাড়ার টাউন কংগ্রেস সভাপতি কামাখ্যা নারায়ণ সিং জানিয়েছেন সবে খবর পেয়েছি সবাইকে জানাতে হবে একটু সময় তো লাগবে। আর তাছাড়া ওরা কংগ্রেস সমর্থিত কথাটা লিখবে সেটাই আমরা আশা করছি এবং সবাইকে খবর দেবো প্রচারে যাওয়ার জন্য একসঙ্গে যার জন্য কংগ্রেস কমিটি ব্রাভ্রুত হয়েছিল তাদের বক্তব্য ছিল আমরা এখনো খবর পাইনি। শনিবার সকালে উত্তরপাড়ার মাখলা বন্ধুমহল ক্লাবের সামনে থেকে কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী সিপিএমের দিক্শিতা ধর প্রচার শুরু করেন পাটি কর্মীরা ও নেতারা পাটির পতাকা নিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন।উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ শান্তশ্রী চ্যাটার্জি প্রাক্তন বিষায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ সহ নেতৃবৃন্দ ছিলেন তরুণ তরুণীরা নির্বাচনী। প্রচার বায় ঘোষপাড়া হয়ে মাখলা গভারমেন্ট কলেগনি হয়ে টি এন মুখার্জি রোড ধরে ২১ নম্বর ওয়ার্ড মাকালতলার দিকে যায় রাস্তার দুধারে সাধারণ মানুষের ভিড় দেখা যায়। প্রার্থী দিক্শিতা ধর আমজনতার দিকে হাত নাড়িয়ে দেন নমস্কার করেন । এদিকে সিপিএমের আমন্ত্রণে সাংবাদিক নির্বাচনী প্রচারের ছবি তুলতে গেলে সিপিএমের এক কর্মী সাংবাদিককে ধাক্কা মারে ছবি তুলতে বাধা দেয় হেনস্থা করে। প্রার্থী দিক্শিতা ধর বলেন কোলগর হিন্দুমোটর উত্তরপাড়ায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন লড়াই সাধারণ মানুষকে নিয়ে রমনাথপুরের জল সমস্যা পানীয় জল সমস্যা আমাদের লড়াই চোরাদের ও দুর্নীতিবাজ ও নানা কেসলেক্সরির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নিয়ে। সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ছে।

সদর্থক আলোচনা শেষে বেলুড়ের শ্রমজীবী হাসপাতালে উঠল ধনী, আপাতত অবস্থান স্থগিত

দূরন্ত বার্তা, বেলুড , ১৩ এপ্রিল : সদর্থক আলোচনা শেষে বেলুড়ের শ্রমজীবী হাসপাতালে উঠল ধনী, আপাতত অবস্থান স্থগিত। প্রায় ৩৬ দিনের মাধ্যম অবশেষে ধনী উঠলো শ্রমজীবী হাসপাতালে। শনিবার জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ সভা করে শ্রমজীবী হাসপাতাল সহযোগী মঞ্চ আপাতত অবস্থান স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। হাসপাতাল সম্প্রদায়গের জন্য বন্ধ হইন্দো-জাপান কারখানার খাস জমি শ্রমজীবী হাসপাতালকে দেওয়ার বিষয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ভূমি দফতরের সঙ্গে আলোচনা চলছিল। বিষয়টিতে মুখামন্ত্রী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা এবং শ্রমজীবী হাসপাতালকে ওই খাস জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। যাতে শ্রমজীবী হাসপাতাল ৩০০ বেডের একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তুলতে পারে। অবশেষে গত শুক্রবার ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা আলোচনায় বসেন। ১৩ এপ্রিল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে ধনী স্থগিত করা হবে বলে জানা গেছে। শ্রমজীবী হাসপাতালের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফণীগোপাল ভট্টাচার্য জানান, সরাসরি ভূমি দপ্তরের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। আমাদের এই আলোচনা সফল বলে মনে হয়েছে। আমাদের আন্দোলন চলাকালীন আমরা কখনও দিশা হারাইনি। এই আন্দোলনে যুক্ত শংকর কুমার সান্যাল জানান, শ্রমজীবী আন্দোলনে আমি ছোটবেলা থেকেই যুক্ত। এদের কমিটমেন্ট এবং ডেভিকেশন আমার ভাল লেগেছে। ভাল কাজের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সরকারি আধিকারিকরা এগিয়ে এসেছেন তাতে আমরা খুব খুশি।

বহরের শেষ দিনে নদীয়ায় পথ অবরোধ সহ শান্তনু ঠাকুর, অমিত শাহ- এর কুশপুত্লিকা দাহের মাধ্যমে বিক্ষোভে মতুয়ারা



দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ এপ্রিল : সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনের দামামার মধ্যেই মতুয়াদের মধ্যে বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে। একাধারে যেমন ঠাকুর নগরে বড় মা-এর ঘরের দখল নিয়ে গিয়ে শান্তনু ঠাকুরের দরজায় লাথি মেরে তাল্লা ভাসার ঘটনা, আর তার রেশ কাটার আগেই রাজ্য সভার সাংসদ হিসেবে

অন্য রূপে বীরভূমের বক্রেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী তথা দেবাশীষ ধরকে

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ এপ্রিল : এদিন দেখা গেলো একদমই অন্য রূপে বীরভূমের বক্রেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশীষ ধরকে। ইতিমধ্যেই ১৮ তম লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই সমস্ত দলের প্রার্থীরা নেমে পড়েছে ভোটের ময়দানে। শুরু হয়ে গেছে জোরকদমে প্রচার কর্মসূচি। তারই মাঝে বঙ্গ রাজনীতিতে নতুন রাজনৈতিক পেক্ষাপট। এদিন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশীষ ধরকে ছটখোলা জিপে করে প্রচার সারতে দেখা গেলো। প্রতিটি এলাকা ঘুরে ঘুরে মানুষের সাথে জনসংযোগ বাড়াতেও দেখা যায়, গাড়ি থামিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতেও দেখা যায় বিজেপি প্রার্থীকে। সূত্বে এবং শান্তিপূর্ণ ভোটদানের কথাও তার মুখ থেকে শোনা যায়। প্রতিমুহূর্তে দেখা যায় কখনো মন্দিরে পুজো দিতে কখনো এবার হট খোলা জিপে করে জনসংযোগ কর্মসূচি করতে।

রানাঘাটে ভেঙে পড়ল বিপজ্জনক বাড়ির কার্নিস, প্রাণ হারালেন সবজি ব্যবসায়ী

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ এপ্রিল : নদীয়া জেলায় রানাঘাটে বাজারের মধ্যে বিপজ্জনক বাড়ির কার্নিস ভেঙে মৃত্যু হল এক সবজি ব্যবসায়ী। শনিবার সকাল সাড়ে ৬ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে রানাঘাট পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের যদুনাক্ষ মার্কেটে। মৃতের নাম সত্যেন্দ্রনাথ কুন্ডু (৬২)। বাজারের একটি বন্ধ কাপড়ের দোকানের সামনে সবজি নিয়ে বসতেন ওই ব্যবসায়ী। তার বাড়ি ধানতলায়। এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আচমকাই দোকানের কার্নিস ভেঙে ওই ব্যবসায়ীর মাথার ওপর পড়ে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই ব্যবসায়ীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এলাকায় পুরসভার তরফে থিরে রাখা হয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, গতবারের পুরবোর্ডের আমলে বাজারের ওই বাড়টিকে বিপজ্জনক ঘোষণা করা হয়েছিল। পুর নির্বাচনের পূর বোর্ড বাল্ল হলও, সেই নির্দেশ এখনও কার্যকর হয়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, রানাঘাট পুরসভার ভূমিকা নিয়ে। বিপজ্জনক অংশ শনিবারই ভেঙে ফেলা হবে বলে জানিয়েছেন বর্তমান পুরপ্রধান।

বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : শিব, দুর্গা, কালী, গণেশ, রাধা, কৃষ্ণের পাশাপাশি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার ছবি নিয়ে নির্বাচনী প্রচার মিছিল বের করা হল জলপাইগুড়ি শহরে। পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কমিটির পক্ষ থেকে বের হওয়া এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এলাকার কয়েকশো মানুষ। বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে এই মিছিল। মিছিলের মূল উদ্যোক্তা জেলা তৃণমূল নেতা ও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জি। শিব, দুর্গা, কালী, গণেশ, রাধা, কৃষ্ণের পাশাপাশি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার ছবি সহ বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি নিয়ে নির্বাচনী প্রচার মিছিল বের করেছেন।

ষাঁড়েশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন সুজাতা

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৩ এপ্রিল : ষাঁড়েশ্বরের পবিত্র জলে স্নান করে, হাজার বছরের অধিক পুরনো মন্ত্র রাজাদের ঐতিহ্যবাহী ষাঁড়েশ্বর মন্দিরে



মহাদেবের আরাধনা করেন তৃণমূল প্রার্থী। কথা বলেন ভক্তদের সাথে।

১৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার হল যুবকের দেহ

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৩ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট রকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর এলাকায় বান্ধবীর সঙ্গে বাঁশের সাকো পেঁচিয়ে গিয়ে বিপত্তি। যা হজকে স্টান নদীতে পড়লেন দুজনেই। যুবতীকে কোনরকমে বাঁচানো গেলেও, শেষ রক্ষা হল না যুবকের। দীর্ঘ ১৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার হল যুবকের নিখর হেহ। শোকের ছায়া নেমেছে বালুরঘাট রকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম তম্ময় ঘোষ (২৬)। সে পেশায় ল্যাব কর্মী। যুবতির বাড়ি শহরের এ কে গোপালন কলোনিতে। শুক্রবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট রকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর এলাকায় আত্মেয়ী নদীর উপরে থাকা বাসের সামনে দিয়ে কালিকাপুরে দিকে হেঁটে যাচ্ছিল ওই যুবক যুবতী। হেঁটে যাওয়ার সময় পা হড়কে দুজনেই নদীতে পরে যায়। স্থানীয়রা তৎপরত ছুটে এসে কোনরকমে যুবতীকে উদ্ধার করলেও, রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও খোঁজ মেলেনি যুবকের। শনিবার যুবকের দেহ উদ্ধার হয় আত্মেয়ী নদী থেকে। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠায়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোষণা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

আর এর প্রতিবাদে থিকার জানিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পরতে শুরু করেছে মতুয়ারা। আর বছরের শেষ দিনে নদীয়ার নবদ্বীপে পথ অবরোধ, সহ শান্তনু ঠাকুর, অমিত শাহ- এর কুশপুত্লিকা দাহের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করণ অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ নবদ্বীপ ব্লক কমিটির সম্পাদক রণজিত মন্ডলের নেতৃত্বে। এদিন সকাল প্রায় পৌনে এগারোটায় নবদ্বীপ ব্লকের কানাইনগর বটতলায় নবদ্বীপ কৃষনগর রাজ্য সড়ক পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তারা, পাশাপাশি অমিত শাহ, শান্তনু ঠাকুরের কুশপুত্লিকাও দাহ করে। আর এদিন মতুয়াদের বিক্ষোভে সাক্ষিল হয় এলাকার বহু সাধারণ মানুষও। পাশাপাশি এই বিক্ষোভে মতুয়াদের সমর্থনে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় নবদ্বীপের পৌরপতি বিমান কৃষ্ণসাহা, ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব কল্লোল কর সহ অনেকে। বিমানকৃষ্ণ সাহা বলেন, ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়টি না মেনে সকলের ধর্মে আঘাত আনছে, আজ মতুয়া সমাজকে আঘাত এনেছে, তারা আজ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, কারন তাদের ইষ্ট দেবতার অপমান হয়েছে গোটা মতুয়া সমাজের অপমান হয়েছে, পাশাপাশি তিনি এও বলেন এই কর্মসূচীর ফলে পথচলতি সাধারণ মানুষের কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে, এর জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী, কিন্তু আমরা এই দেশে কোন ভেদাভেদ চাই না, যে যার ইষ্ট দেবতাকে মানবে এটাই হওয়া উচিত। পাশাপাশি এদিনের কর্মসূচীর অন্যতম উদ্যোক্তা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ নবদ্বীপ ব্লক কমিটির সম্পাদক রণজিত মন্ডল জানান, সম্প্রতি শান্তনু ঠাকুরের কাণকলাপ সমাপ্তি তালের পাশে এর ওপর ঠাকুর নগরে হরি চাঁদ গুরু চাঁদ ঠাকুরের আসনের ফুলটিও তিনি সরিয়ে দিয়েছেন, আর মমতা বালা

প্রচারে বেরিয়ে বিক্ষোভের মুখে অধীর চৌধুরী, ‘গো ব্যাক’ স্লোগান তৃণমূল সমর্থকদের

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ এপ্রিল : শনিবার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীকে লক্ষ্য করে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান দেয় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান তারা। অন্যান্য দিনের মতো শনিবারও বহরমপুরে ভোট প্রচারে বের হন অধীর চৌধুরী। এদিন সকাল ১০ টা নাগাদ বহরমপুরের গান্ধী কলোনি থেকে দলীয় নেতা - কর্মীদের নিয়ে অধীরাবাবু ভোট প্রচার করেন। বহরমপুর কান্দি বাসস্ট্যান্ড হয়ে বিটি কলেজের সামনে এসে কংগ্রেসের প্রচার শেষ হয়। সেই সময়ই কিছু তৃণমূল কর্মী সমর্থক অধীর চৌধুরীকে ঘিরে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান দেয়। দুই দলের মধ্যে তাহাহাতিতে এলাকার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অধীরবাবুর অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা মত্ত অবস্থায় ছিলেন। তিনি

নদীয়ায় বাজার থেকে চুরি গেলো লক্ষাধিক টাকার মাছ! ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ এপ্রিল : এবার মাছ ব্যবসায়ীদের পেট থেকে চুরি গেলো লক্ষাধিক টাকার মাছ! আর বা থিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার রানাঘাট আনুলিয়ার পঞ্চায়েত মাছ বাজারের। ব্যবসায়ীদের দাবি এই বাজারে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন মাছ ব্যবসায়ী ব্যবসা করেন। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে সেই কারণে ইলিশ, ভেটকি, চিতল চিড়ি সহ বহুমূল্যের মাছ আরত থেকে এনে পেটটিতে করে মজুদ করে রেখেছিলেন তারা। কিন্তু এদিন শনিবার সকালে ব্যবসায়ীরা মাছ বাজারে গিয়ে দেখেন একাধিক মাছ ব্যবসায়ীর পেট থেকে মাছগুলি চুরি করে নেয় দুক্খতীরা। মাছ ব্যবসায়ীদের দাবি চুরি যাওয়া মাহের মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। আর এই মাছ চুরির ঘটনায় ইতিমধ্যে

উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। একাধারে যেমন প্রশ্ন উঠছে মাছ বাজারে কি রাতে নাকি, পাশাপাশি চক্রান্ত করেই ঘটনো হলো এই চুরির ঘটনা? তুরি বের কিছ মাছ ব্যবসায়ীর অভিযোগ, বাজার থেকে তাদের উৎখাত করার জন্য এর আগে অনেকবার চেষ্টা



চালানো হয়, তাহলে কি এই চুরি চক্রান্ত করেই করা হলো। যদিও শনিবার একটু বেলা বাড়তেই ঘটনাস্থলে যায় পৌরসভার সোয়ারমন্ত্রী কুশল দেব বন্দ্যোপাধ্যায়, এছাড়াও যান ওই পঞ্চায়েতের প্রধান। তারা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলে,

তৃণমূলের ঝান্ডা, নির্বাচনী প্রচারের ফ্ল্যাগ এবং ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ এপ্রিল : লোকসভা ভোটের মুখে তৃণমূলের ঝান্ডা, নির্বাচনী প্রচারের ফ্ল্যাগ এবং ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার পুরাতন মালদা থানার কালুয়াদীঘি এলাকার জামতলী মোড়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে এই অবরোধ বিক্ষোভ। তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিনহার নেতৃত্বেই শুরু হয় এই অবরোধ ও বিক্ষোভ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর বিশুজিত হালদার সহ দলের কয়েকশো নেতা কর্মীরা। এদিকে এই অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। পুলিশের সামনেই তৃণমূলের বাত্া, ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে সোচ্চার হন দলের নেতা ও কর্মীরা। অবিলম্বে দুক্খতীদের প্রেস্তার করার দাবিও জানানো হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে এই অবরোধ ও বিক্ষোভ চলে। পরে অবশ্য পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচার দলের ঝান্ডার ছিঁড়ে দেওয়ার ঘটনাকে ঘিরে পুরাতন মালদায় রাজনৈতিক তরঙ্গ শুরু হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধেই ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলার দাবি করেছেন বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে পুরাতন মালদা পুরসভা ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি পালপাড়া সহ

বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মীরা দেখতে পান তাদের দলের অসংখ্য ঝান্ডা নির্বাচনী প্রচারের ফ্রাগ এবং ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। কোথাও বড় বড় হোড়ি কেটে দেওয়া হয়েছে। আর এই ঘটনায় বিজেপি আশ্রিত দুক্খতীদের বিরুদ্ধে যুক্ত থাকার অভিযোগ জানিয়েই শুরু হয় রাজ্য সড়ক অবরোধ বিক্ষোভ। পুরাতন মালদা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, এবারে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে পুরাতন মালদা বিধানসভা থেকে তৃণমূল খুব ভালো ফল করবে। আর সেই আতঙ্কেই বিজেপি এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যান্যভাবে বিজেপি আশ্রিত দুক্খতীরা তৃণমূলের ঝান্ডা, নির্বাচনী প্রচারের ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন সবই ছিঁড়ে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় গোটো রাত জুড়ে বিজেপি আশ্রিত দুক্খতীরা এই তাওব চালিয়েছে। এদিন সকালে এই ঘটনাটি জানার পরেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এরপরই সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। পুলিশের কাছে আমরা অবিলম্বে দুক্খতীদের প্রেস্তারের দাবি জানিয়েছি। এদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছেন উত্তর মালদার বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত। তিনি বলেন, বিজেপি প্রার্থী খগেন মূর্মুর নির্বাচনী প্রচারে বিপুল পরিমাণ মানুষ জমায়েত হচ্ছে। এখন ওরা নির্বাচনে হাডের ভয়ে এই ধরনের মিথ্যা ষড়যন্ত্র করছে।

কিউআর কোড পেমেন্ট সুবিধা এখন মেট্রো স্টেশনের ট্যালেট এবং দোকানগুলিতে উপলব্ধ

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মেট্রো দোকান যাত্রীদের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে। যাত্রী সুবিধায় যুক্ত হয়েছে একটি নতুন অনন্য দৈশিষ্ট্য। মেট্রো যাত্রীরা এখন তাদের স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে কিউআর কোড পেমেন্ট সিস্টেমে মাধ্যমে অর্থপ্রদান করতে পারবেন এবং দক্ষিণপূর্ব মেট্রো স্টেশনে পে-এন্ড-ইউজ ট্যালেট পারেন এবং মেট্রো প্রাঙ্গনে লোকান থেকে কোকাটা করতে পারবেন। এই উদ্যোগ যাত্রীবোয় বিপ্লব ঘটাবে এবং সময় বাঁচাবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং ডিজিটলাইজড পেমেন্ট চালু করার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে আজ থেকে দক্ষিণপূর্ব মেট্রো স্টেশনে পে-এন্ড-ইউজ ট্যালেটে কিউআর- কোডে পেমেন্ট সিস্টেম চালু করেছে। পে-এন্ড-ইউজ ট্যালেটে বসে, যাত্রীরা বিস্টিভালে প্রদর্শিত কিউআর কোডটি স্ক্যান করতে পারেন এবং তাদের পছন্দের ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ে বা পদ্ধতির (UPI বা ডেবিট / ক্রেডিট কার্ড) মাধ্যমে লেনদেনে সম্পূর্ণ করতে পারেন। এই কিউআর কোড ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেমের বাস্তবায়ন নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, যার ফলে ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে। মেট্রো রেলের মূল্য জনসংযোগ আর্থিকর দ্বীর্ কৌশিক বিভাগে, এই উদ্যোগ যাত্রীদের চলমান নগদ বিমিষয় প্রক্রিয়াকে বাইপাস করে অনলহইনে তাদের অর্থপ্রদান করতে সাহায্য করবে এবং এটি যাত্রী এবং বিক্রেতা উভয়ের জন্য অনেক সময় বাঁচাবে। এমন উদ্যোগে যাত্রীরা খুশি।

ব্যক্তির বুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ এপ্রিল : সাতসকালে আগাগুচ্ছে এক ব্যক্তির বুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শনিবার। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল থানার কলিগ্রামে বাস ডিপো লাগোয় একটি আমবাগানে। এদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণকারীদের নজরে আসে বুলন্ত দেহটি। খবর পেয়ে চাঁচল থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম সঞ্জয় মহালদার, বয়স ৩৮। পেশায় রাজমিস্ত্রী। পরিবারে রয়েছে স্ত্রী ও দুই পুত্র সন্তান। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সঞ্জয়বাবু বছর খানেক আগে দু’জনের শোয়ারে লটারির টিকেট প্রথম পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকা পায়। তার মধ্যে লটারির নেশা ছিলই। এরমধ্যে ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাস্কের কর্মীরা। একাধিকবার বাড়িতে গিয়েও টাকার দাবি করেন ব্যাস্ক কর্তৃপক্ষ। ঋণদায়ে আত্মঘাতী নাকি অন্য কিছু সমস্‌টাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জমি বিবাদের জেরে দু’পক্ষের সংঘর্ষ, জখম ৪

দূরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৩ এপ্রিল : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার দাসপাড়া এলাকায় জমি বিবাদের জেরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে জখম হলেন ৪ জন। শনিবার ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমির একাংশের মালিকানা নিয়ে স্থানীয় টোপার্গাও গ্রামের রফিকুল ইসলাম ও মজহারুলের পরিবারে বিবাদ ছিলই। এদিন একপক্ষ জমিতে গেলে অন্য পক্ষ পাশ পা দিয়ে আসে। পরস্পরের বিরুদ্ধে লাঠিসোটা নিয়ে হামলা ও পাশের হেঁড়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় জখম ২ জনকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। কবিদের বাড়িতেই প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। এদিন ঘটনাস্থলে চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার নগদ তিন লক্ষ টাকা

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : শিলিগুড়ির চেকপোস্টে নাকা চেকিংয়ের সময় নগদ তিন লক্ষ টাকা উদ্ধার করলো ভক্তিনগর থানার পুলিশ এবং এসএসটি টিম। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে ভক্তিনগর থানার পুলিশ এবং এসএসটি টিম চেকপোস্ট ট্রাফিক পর্যেট নাকা চেকিং করছিল। সেইসময় একটি চারাকা গাড়ি থেকে তিন লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। এই বিষয়ে গাড়িতে থাকা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। পরে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে তিন লক্ষ টাকা উদ্ধার হতেই তৎপর হয়েছে পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনের এসএসটি টিম। উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের ঘোষণা হতেই নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লালু হয়েছে। সেই অনুযায়ী কোন ব্যক্তি তার সঙ্গে নগদ ৫০ হাজারের বেশি টাকা রাখতে পারবেন না। কেউ এই নিয়ম আনান্য করলেই তার বিরুদ্ধে বিধি ভঙ্গের অভিযোগে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

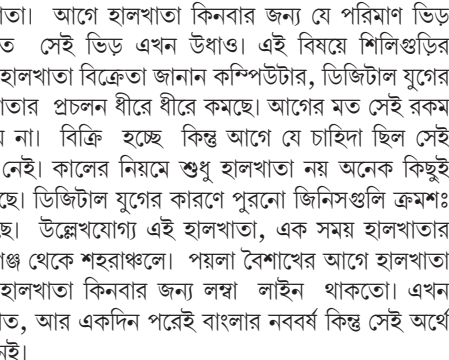
ভোট প্রচারে ছুটছেন বাম প্রার্থী দেবরাজ



দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : হাতে সময় খুব কম আর মাত্র ভোটের পাঁচ দিন বাকি। আগামী ১৭ এপ্রিল জলপাইগুড়িতে ভোট। ঢাক-ঢোল সহযোগে ভোট প্রচারে ছুটছেন জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী দেবরাজ। জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী দেবরাজ বর্মনের সমর্থনে নেতাকর্মীরা শনিবার ভোট প্রচারে নগর ভাণ্ডারায় এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে পড়েছেন। হাটে-বাজারে বিভিন্ন দোকানে অলিতে - গলিতে জনসংযোগে কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্ট মনোনীত জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দেবরাজ বর্মন।

ডিজিটাল যুগে হালখাতা হারাচ্ছে কৌলিন্যতা

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : হালখাতা একসময় ছিল নস্টালজিয়া, হালখাতার হাত ধরে আগমন হতো বাঙালির পয়লা বৈশাখের। ৫০-৬০,৭০ ৮০, ৯০ দশকে হালখাতাই ছিল পয়লা বৈশাখের মূল মন্ত্র। প্রায় প্রত্যেকটি দোকান প্রচলন ছিল এই হালখাতার। তবে কালের নিয়মে যুগের নিয়মে হা ল খা ত া র কৌলিন্য হারিয়ে গেছে। এই মোবাইল ডিজিটাল এর যুগে ক্রমশই বাতিলের খাতায়



ভাগীরথী নদীতে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কিউ আর টি’র অস্থায়ী শিবির

দূরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৩ এপ্রিল : ভাগীরথী নদীতে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলাশাসকের নির্দেশে দেয়ারাপাড়া গঙ্গার ঘাটে শনিবার থেকে শুরু হল দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের অস্থায়ী শিবির। শনিবার দুপুরে নদীয়ার কাগো এখন হালখাতার প্রচলন ধীরে ধীরে কমছে। আগের মত সেই রকম অর্থ আর বিক্রি হয় না। বিক্রি হচ্ছে কিন্তু আগে যে চাহিদা ছিল সেই চাহিদা আর এখন নেই। কালের নিয়মে শুধু হালখাতা নয় অনেক কিছুই হারিয়ে জেতে বসেছে। ডিজিটাল যুগের কারণে পুরনো জিনিসগুলি ক্রমশঃ ব্রাতা হয়ে পড়েছে। উল্লেখযোগ্য এই হালখাতা, এক সময় হালখাতার প্রচলন ছিল গ্রামেগঞ্জ থেকে শহরায়ফলে। পয়লা বৈশাখের আগে হালখাতা কেনে বসার জন্য হালখাতা কিনবার জন্য লম্বা লাইন থাকতো। এখন সবকিছুই ঘনো অতীত, আর একদিন পরেই বাংলার নববর্ষ কিন্তু সেই অর্থে হালখাতার বিক্রি নেই।

বিজেপিকে কোনো ফ্যাক্টর না, বললেন আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়



দূরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৩ এপ্রিল : বিজেপি বীরভূমের দুটি লোকসভায় আদতে কোনো ফ্যাক্টর না। শনিবার বোলপুরে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার বললেন। এদিন গীতাজ্জলীতে বেলা ১১ টা থেকে বোলপুর লোকসভা দলীয় কর্মীদের নিয়ে বিশেষ বর্ধিত বৈঠক হয়। শুক্রবার বীরভূম লোকসভার এই কর্মিটির এই বর্ধিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সিউড়িতে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পীকার এলীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিকাশ রায়চৌধুরী, অভিজি সিনহা, কাজল সেন, বোলপুর লোকসভার বিধায়ক, ব্লক সভাপতি, শহর সভাপতি ছাড়াও অঞ্চল সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপপ্রধান নের এই বিশেষ বর্ধিত সভায় ডাকা হয়। আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নির্বাচনের ঘট্টা বেজে গেছে। আমরা প্রস্তুত। এ পর্যন্ত কর্মীদের বা বলা হয়েছে এবং এরপর কী কী করণীয় বা করতে হবে বৈঠকে তা সবই আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপিকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যে রাখছি না।

ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু যাত্রীর

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : ট্রেনে বাথরুম করতে গিয়ে দরজা দিয়ে নিচে পড়ে মৃত্যু হল এক বয়স্ক ব্যক্তির। জানা গেছে, মৃত ওই বয়স্ক ব্যক্তির নাম ধয়ানি গিরি (৭৪)। তার বাড়ি বিহারের গোপালগঞ্জ জেলায়। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আগরতলা স্পেশাল ট্রেনে গাজীপুর থেকে বদর পূর যাওয়ার সময় গভীর রাতে নিউ ময়নাগুড়ি জিআরপি থানার অন্তর্গত ধৃণগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন খলই গ্রাম স্টেশনের পাশে বাথরুম করতে গিয়ে পড়ে যান ওই ব্যক্তি। সাথে থাকা তার নাতি বিষয়টি বুঝতে পেরে পার্শ্ববর্তী স্টেশনে রিপোর্ট করেন। জি আর পি থানা এবং রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হেহ উদ্ধার করেন। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে গেলে উদ্ধার করতে পারেননি। ময়নানগুড়ি জিআরপি থানা। শনিবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে।

রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার যুবক, তদন্তে পুলিশ

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞায় রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হল এক যুবককে। শুক্রবার রাতে বড়ঞা থানার অন্তর্গত কুলি গ্রামের কাছে ওই যুবককে রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়। নূর হোসেন শেখ নামে ওই যুবকের বাড়ি নিকটবর্তী বধূয়া গ্রামে বলে জানা গেয়েছে। রাতে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই যুবককে আশপাশকার অবস্থায় বহরমপুর সুলতানপুর রাজ্য সড়কের কাছ থেকে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। যুবককে মারার করার পাশাপাশি মাথায় ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

 মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর গ্রীন লাইন ১-এর ১৫.০৪.২০২৪ (সোমবার) তারিখ থেকে কার্যকর নতুন সময়সূচি (সন্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ-এর মধ্যে) প্রথম পরিষেবা শুরু হবে শিয়ালদহ থেকে সকাল ৬.৫৫ মিনিটে (অপরিস্রবিত) এবং সন্টলেক সেক্টর V থেকে সকাল ৭.০০ টার পরিবর্তে সকাল ৭.০৫ মিনিটে। উভয় প্রান্ত থেকে শেষ পরিষেবার সময়সূচি অপরিস্রবিত থাকবে। সন্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহে অভিমুখে ২০ মিনিটের পরিবর্তে ১৮ মিনিট অন্তর ও শিয়ালদহ থেকে সন্টলেক সেক্টর V অভিমুখে ২০ মিনিটের পরিবর্তে ১৭ মিনিট অন্তর ট্রেন চলাচল করবে। শনিবারগুলিতে ট্রেন পরিষেবা বর্তমান সময়সূচি অনুযায়ী চালু থাকবে। ডিজিটাল চিক অ্যাপারেশন সন্মানেজার আমাদের অনুরণন করুন 📺/metrorailwaykol 📱/metrorailkolkata

খাওয়া-দাওয়া

পয়লা বৈশাখে কেউ যদি পান্তাও খেতে চান, তবে সেটির সঙ্গে ভর্তা বেশ ভালোই লাগবে

গরম ভাতের সঙ্গে ভর্তা পেলে সত্যিই কি আর কিছু লাগে। আবার পয়লা বৈশাখে কেউ যদি পান্তাও খেতে চান, তবে সেটির সঙ্গে ভর্তা বেশ ভালোই লাগবে। হাতের কাছে থাকা উপকরণ দিয়েই কিন্তু তৈরি হতে পারে নানা ধরনের সুস্বাদু ভর্তা।

উপকরণ : আলুর খোসা ২ কাপ (লাল আলু হলে ভালো হয়), মাঝারি আকারের টমেটো ২টি, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, রসুনকুচি ২ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ ৪ থেকে ৫টি, লবণ স্বাদমতো, তেল ১ টেবিল চামচ, সেন্দ আলু চটকানো আধা কাপ, বেরেক্তা ৩ টেবিল চামচ ও শর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ।



প্রণালিঃ আলু ভালো করে ধুয়ে পুরে ও মোটা করে খোসা ছিলে নিন। তেল গরম করে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ লাল করে ভেজে আলুর খোসা ও টমেটো দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। এবার ২ কাপ

উপকরণ : মাছ ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ৫৬টি, রসুন ৫ কোয়া, ধনে পাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো ও শর্ষের তেল ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি : প্রথমে মাছের মাথা আলাদা করুন। এবার মাছগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে কুচি বরিয়ে অল্প লবণ ছিটয়ে দিন। ঢুলায় শুকনা তাওয়ায়

মাছগুলো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। অল্প আঁচে ২ পিঠি ছেঁকে নিতে হবে। মাছের কাঁটা বেছে এবার সব উপকরণ একসঙ্গে মেখে ভর্তা বানাতে হবে।

কালিজিরাভর্তা

উপকরণ : কালিজিরাগুঁড়া ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, রসুন কোয়া ৫টি, শুকনা মরিচ ২টি, ধনে পাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, শর্ষের তেল ১ টেবিল চামচ ও লবণ পরিমাণমতো।

প্রণালিঃ কালিজিরা টেলে গ্রাইন্ডার বা শিলপাটায় গুঁড়া করে নিন। এবার শুকনা মরিচ ও রসুন শুকনা খোলায় টেলে নিয়ে সব উপকরণ দিয়ে মেখে নিলেই তৈরি হবে কালিজিরা ভর্তা।

এখ নিমেশে বানিয়ে ফেলুন গাজরের পায়েস



উপকরণ : তরল দুধ দেড় লিটার, সাবুদানা ১০০ গ্রাম, গাজরকুচি ১ কাপ, চিনি স্বাদমতো, এলাচিগুঁড়া চাচামরের তিন ভাগের এক ভাগ, বাদামকুচি ও জাফরান সাজানোর জন্য।

প্রণালিঃ সাবুদানা জলেতে ধুয়ে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। প্যানে দুধ আর গাজর দিয়ে সেন্দ করে নিতে হবে। গাজর সেন্দ হয়ে দুধ একটু ঘন হলে চিনি দিন। চিনি গলে গেলে জলেতে ভেজানো সাবুদানা দিন। সাবুদানা স্বচ্ছ হয়ে আসা পর্যন্ত রান্না করুন। তারপর তাতে এলাচির গুঁড়া মিশিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। ঠান্ডা হওয়ার পর এই পায়েস আরও খানিকটা ঘন হয়ে আসবে। এরপর পরিবেশন পাড়ে নামিয়ে ওপরে পছন্দমতো বাদাম, জাফরান ছড়িয়ে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন।

টোস্টের গুঁড়া দিলেই বদলে যাবে রোলের স্বাদ



উপকরণ : টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়া দেড় কাপ, কনডেন্সড মিল্ক আধা কাপ, তরল দুধ ২ টেবিল চামচ, হুইপড ক্রিম ১ কাপ।

প্রণালিঃ টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়ার সঙ্গে তরল দুধ ও কনডেন্সড মিল্ক মিশিয়ে হো তৈরি করুন। বাটার পেপারের ওপর ধো রাখুন। ওপরে আরেক টুকরা বাটার পেপার রেখে রুটি বেলে নিন। এবার ক্রিম দিয়ে দিন। বিস্কুটের গুঁড়ায় রুটি রোল করে নিন। নরমাল ফ্রিজে এক ঘণ্টা রেখে দিন। ফ্রিম জমে গেলে কেটে পরিবেশন করুন।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে চরম গরমের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত স্টেশনে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে

গোরখপুর, ১৩ এপ্রিল : ভ্রমণের সময় যাত্রীদের সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য, এই রেলওয়ের তিনটি বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য মোট ২৩৭টি জলের কুলার দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৮৫টি বারাগানী বিভাগের মধ্যে, ৭৭টি ইজ্জনগর বিভাগের অধীনে এবং ৭৫টি লখনউয়ের অধীনে স্থাপন করা হয়েছে একইভাবে, যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী সস্তা, সহজলভ্য

এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে, লখনউ বিভাগের গোরখপুর জংশনের মতো বড় স্টেশনগুলি ১০ এ, বাস্তি স্টেশন ০১ এ, লখনউ জং. গোন্ডা স্টেশনে ০৪টি, গোন্ডা স্টেশনে ০৬টি এবং খলিলাবাদ স্টেশনে ০১টি সহ মোট ১৯টি জল ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে বারাগানী বিভাগের ছাপরা জংশন ০৪ এ, সিওয়ান জং. ০৩ এ, দেওরিয়া সদর স্টেশন ০২ এ, ভাটনী জং. ০১ বালিয়া স্টেশনে, ০২ মাইট জং-এ গাজিপুর সিটি স্টেশনে ০২,

আজমগড় স্টেশনে ০১, বানারস স্টেশনে ০২, বারাগানী সিটি স্টেশনে ০২, বেলথারা রোড স্টেশনে ০১, সালেমপুর জং ০১ এ, কাপ্তানগঞ্জ জং. ০১ এ, তাওয়া ০১টিসহ মোট ২৫টি ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা হচ্ছে এসব ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে রেল যাত্রীরা সস্তায় আরও জল পেতে পারেন জল সরবরাহ করা হচ্ছে, যেমন- ৩০০ মিলি গ্লাস 'টাকা ২- (রিফিল) এবং ৩- (কস্টেইনার সহ), ১২ লিটারের বোতল টাকা

৩- (রিফিল) এবং ৫- (পাড়া সহ), ০১ লিটারের বোতল ৫ টাকা - (রিফিল) এবং ৮- (কস্টেইনার সহ), ০২ লিটারের বোতল ৮- (রিফিল) এবং ০৫ লিটারের বোতল ২০- (রিফিল) এবং ২৫- (কস্টেইনার সহ)।এই ধারাবাহিকতায়, ১৩ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে ইজ্জনগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে উত্তর পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্ট্রাউটস এবং গাইডের সদস্যদের দ্বারা একটি বিনামূল্যে জল পরিষেবা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

হতিশগড় থেকে কংগ্রেস ডাইনোসরের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে : রাজনাথ

দাশ্তেওয়াড়া, ১৩ এপ্রিলঃ নির্বাচনের পর হতিশগড় থেকে কংগ্রেস ডাইনোসরের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি শনিবার হতিশগড়ের বস্তুরে বিজেপি প্রার্থী মহেশ কাশ্যপের সমর্থনে দাশ্তেওয়াড়া জেলার গিদামে একটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি ভাষণে একথা বলেন। রাজনাথ সিং এদিন আরও বলেন, এই নির্বাচনের পর কংগ্রেসও হতিশগড় থেকে মুক্তি পাবে। ডাইনোসর যেমন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, কংগ্রেসও বিলুপ্ত হবে। তিনি আরও বলেন, গোটা হতিশগড় এই সময়ে বলছে- আমছো সরকার, আমছো মৌদি, আমছো বিজেপি, এটা হতিশগড়ের মানুষের আওয়াজ। যখনই হতিশগড়ে কংগ্রেস সরকার আসে, কেলেকারির ছড়াছড়ি হয়। তিনি বলেন, গতবার আপনারা হতিশগড়কে কংগ্রেস সরকার গঠন করেছিলেন, তারপর এখানে গোথান কেলেকারি এবং গোবর কেলেকারি হয়। কংগ্রেসের কেলেকারির ইতিহাস রয়েছে এবং তাঁরা কেলেকারির পর কেলেকারি করে দেশে কেলেকারির বন্যা তৈরি করেছিল।

ইডি হেফাজতে ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছে কোর্টে দাবি শাহজাহানের

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : ইডি হেফাজতে ‘জোর করে’ বয়ান লেখানো হয়েছে তাঁকে! এই মর্মেই অভিযোগ তুলে আদালতে আবেদন জানানেন সন্দেহখালিকাণ্ডে ধৃত শাহজাহান শেখ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে শাহজাহান যে বয়ান দিয়েছেন, তা-ও তিনি প্রত্যাহার করতে চাইছেন বলে শাহজাহানের আইনজীবী জাকির হুসেন শনিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত বলাগড়ের যুবনেতা কুন্তল ঘোষ এবং রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত শঙ্কর আচ্যও একই অভিযোগ তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে। শনিবার সন্দেহখালি মামলার শুনানি ছিল ব্যাঙ্কশাল আদালতে। শুনানি চলাকালীন ব্যাঙ্কশাল আদালতে শাহজাহানের বিচার বিভাগীয় হেফাজত চেয়ে আবেদন জানান ইডির আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী। তাঁর দাবি ছিল, এই মামলায় কারা সাক্ষী দিয়েছেন, তা শাহজাহান জানেন। তাই



এখন যদি শাহজাহানকে মুক্তি দেওয়া হয়, তা হলে মামলায় অসুবিধা হতে পারে। শাহজাহানের আয়-বহির্ভূত অনেক সম্পত্তি রয়েছে বলেও আদালতে জানান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী। সেই সময়েই আদালতে একটি হাতে লেখা কাগজ তুলে ধরেন শাহজাহানের আইনজীবী জাকির। তিনি আদালতে জানান, ওই কাগজে শাহজাহানের বয়ান রয়েছে এবং তিনি তা আদালতে জানাতে চান। শাহজাহানের

আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, ইডি হেফাজতে শাহজাহানকে ভয় দেখিয়ে জোর করে বয়ান লেখানো হয়েছিল। হুমকি দেওয়া হয়েছিল, ওই বয়ান না দিলে তাঁকে, তাঁর পরিবারকে মাদক এবং মহিলা পাচার মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে। এর পরেই শাহজাহান বয়ান দেন। তবে এখন শাহজাহান ইডিকে দেওয়া তাঁর বয়ান প্রত্যাহার করতে চান বলেও আদালতে আবেদন (রিট্রাক্শন পিটিশন) জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী জাকির।

লোকসভা নির্বাচন ও রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে দুই মন্ত্রী সুশান্ত ও রতনলালের রেলি

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল : ত্রিপুরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দান ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিজেপি নিজেকে পরিবর্তন ও উন্নয়নের প্রতীক হিসাবে প্রচার করছে। বিরোধী সিপিএম এবং কংগ্রেস জোট গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শাসক দলকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেওয়ার দাবি করছে। সিপিআই-এম এবং কংগ্রেস জোটকে কটাক্ষ করে, ত্রিপুরার পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আইএনডিআইএ ব্লককে দিশা হাড়া লক্ষ্যহীন ভেড়া বলে অভিহিত করেছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের জন্য বিজেপি মেনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে রেলি করার সময় তিনি শনিবার সাংবাদিকদের কাছে এই বক্তব্য রাখেন। শত শত দলীয় কর্মী এবং সমর্থকদের নিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ, ত্রিপুরার বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা পাণিয়ার দত্ত রামনগর উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী দীপক

মজুমদার এবং বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে রেলি করেছেন। রেলিটি প্রগতি স্কুল চত্বর থেকে শুরু হয়ে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন পথ ঘুরেছে। সুশান্ত চৌধুরী তার ভাষণে প্রায় ২৫ বছরের দীর্ঘ মেয়াদে কমিউনিস্টদের ‘দুর্নীতি ও সহিংসতার’ কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আমরা বিস্মিত এবং লজ্জিত। বহু বছর ধরে কৃষ্ট ও নিপীড়নের জন্য দায়ী সিপিআই-এম-এর সাথে হাত মেলাবার জন্য। কমিউনিস্টরা সর্বদা সহিংসতার জন্য পরিত্রা এবং রাজ্যে কংগ্রেসের অনুগতদের হামলার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নিহত হয়েছিলেন বহু কংগ্রেস নেতা কর্মী, বহু বাড়িঘরে আগুন দিয়েছিল। সেই তাদের একমাত্র আয়েজ্ঞা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা যেখানে বিজেপি দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হোটবেলার সেইসব স্মৃতি মনকে ভীষণ ভাবে টানে ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : ‘‘পয়লা বৈশাখ বাঙালির এক অনন্য উৎসব। অতীতকে বিদায় জানিয়ে নবীনকে আলিঙ্গন করা। বাংলা নববর্ষে বিশিষ্ট লেখিকা-গবেষক ও শিক্ষাবিদ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগ ফুটে উঠল তাঁর স্মৃতিচারণে। তিনি জানান, ‘‘আশৈশব বাংলার বাইরে কাটিয়েছি, বাবার সীমা সড়ক সংগঠন-এ কর্মসূত্রে। বিশেষ করে সীমান্ত প্রদেশে। তাই পয়লা বৈশাখ আমার কাছে কখনো বৈশাখী (পাঞ্জাবি মতে), কখনো বিসু (কেরলে), কখনো বিহু (আসামে), গুডি পরবা (মহারাষ্ট্রে) ! যেখানে থেকেছি, সেখানকার মানুষের সঙ্গে তাদের রীতি- রেওয়াজ অনুযায়ী বৈশাখ-উদযাপনে शामिल হয়ে, নিমেষমিশে একাকার হয়ে গেছি।

Name Change
I AJIT DAS, S/O PRAFULLA CHANDRA DAS, R/O SANKHO OI MILL NASIR AVENUE, R. I. P. POLT DURGAPUR, PS NEW TOWNSHIP, PASCHIM BARDHAMAN, PIN-713212, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJIT CHANDRA DAS. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT AJIT DAS AND AJIT CHANDRA DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I VISHALDEEP SINGH, S/O HIRA SINGH, R/O BANKRA SOUTH DUMDUM, PS AIRPORT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700051, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VISHALDEEP SINGH GILL. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT VISHALDEEP SINGH GILL AND VISHALDEEP SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SABYASACHI DE, S/O SATYENDRA NATH DEY, R/O 4/27, CHANDITALA LANE ALOKA APARTMENT, PO REGENT PARK, PS REGENT PARK, KOLKATA -700040, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABYASACHI DEY. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT SABYASACHI DE AND SABYASACHI DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KUSHAL JAIN, S/O DEEPAK KUMAR JAIN, R/O 110B, NARKELDANGA MAIN ROAD, FLAT 1D, PS PHOOLBAGAN, KOLKATA -700054, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUSHAL KUMAR JAIN. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT KUSHAL JAIN AND KUSHAL KUMAR JAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHUVENDU DAS, S/O- ANANDA MOHAN DAS, R/O- VILL-NATSHAL, PS- MAHISHADAL, EAST MEDNIPUR- 721603, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHUBHENDU DAS. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT SHUVENDU DAS AND SHUBHENDU DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ASHIS KUMAR ROY, S/O- RABINDRA KUMAR ROY, R/O- 21/A, HARI MOHAN ROY LANE, TANGRA, KOLKATA-700015, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASISH ROY. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/04/2024, THAT ASHIS KUMAR ROY AND ASISH ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I NABENDU KUMAR DUTTA ROY, S/O- SATYENDRA NATH DUTTA ROY, R/O- 197 PURBACHAL BIDHAN ROAD, PO HALTU, KOLKATA-700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NABENDU DUTTA ROY. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT NABENDU KUMAR DUTTA ROY AND NABENDU DUTTA ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Lalit Kumar Madhogaria (old name) S/O Late Sant Lal Agarwal, residing at 100, G. T. Road, Salkia, Howrah, Pin- 711106, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Lalit Kumar Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/04/2024. Lalit Kumar Agarwal (new name) and Lalit Kumar Madhogaria (old name) both are same identical person.

Name Change
I LUTFAR RAHAMAN SARDAR, SON OF ABDUL RAHIM SARDAR, RESIDING AT KUSHADANGA, SIBHATI BADURIA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743292, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LUTFAR SARDAR. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/04/2024, THAT LUTFAR RAHAMAN SARDAR AND LUTFAR SARDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sachirani Biswas (old name) W/O Debasis Biswas, residing at Vill- Banglani, P.O.- Bagagram, P.S.- Bongaon, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743251, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shachi Biswas (new name) vide an affidavit sworn before The L.d. A.C.J.M (1st Class) at Bongaon, North 24 Pgs on 18/03/2024. Shachi Biswas (new name) and Sachirani Biswas (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sangita Singha (old name) W/O Samar Singha Presently residing at Palaspai, P.S.- Khanakul, Dist- Hooghly, Pin- 712416, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jarna Singha (new name) vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 12/04/2024. Jarna Singha (new name) and Sangita Singha (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Ruby Vincent (old name) W/O Vijay Kumar Tewary, Presently residing at 28, Raibahadur Road, Sneha Garden Apt, FL- AGA, Kolkata- 700053, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ruby Tewary (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/04/2024. Ruby Vincent and Ruby Vincent (old name) both are same identical person.

Name Change
I NASREEN BEGUM, W/O MD SIRAJ, R/O NIRCHAYA APT 1, FLOOR 1A, STREET NO 709, ACTION AREA 2D, NEW TOWN, PS NARAYANPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700161, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NASRIN BEGUM. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT NASRIN BEGUM AND NASREEN BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KANTA MAJUMDER, S/O BRAJABASI MAJUMDAR, R/O KALUPUR, VTC DUTTA PULIA, PO DUTTA PULIA, SUB DISTRICT RANAGHAT -II, DIST NADIA, PIN-741504, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KANTA MAJUMDAR. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT KANTA MAJUMDAR AND KANTA MAJUMDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUBRATA MAJUMDER, S/O KANTA MAJUMDAR, R/O KALUPUR, VTC DUTTA PULIA, PO DUTTA PULIA, SUB DISTRICT RANAGHAT -II, DIST NADIA, PIN-741504, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBRATA MAJUMDAR. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT SUBRATA MAJUMDER AND SUBRATA MAJUMDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ASHIS ROY, S/O- RABINDRA KUMAR ROY, R/O- 21/A, HARI MOHAN ROY LANE, TANGRA, KOLKATA-700015, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASISH ROY. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/04/2024, THAT ASHIS ROY AND ASISH ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Ashis Kumar Bhattacharya (old name) S/O Ramen Kanta Bhattacharya, residing at 29/1, Ground Floor, Bonwari Lal Dhole Lane, Baranagar, Barrackpore, 700036, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Asis Kumar Bhattacharya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/04/2024. Asis Kumar Bhattacharya (new name) and Ashis Kumar Bhattacharya (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sunita Madhogaria (old name) W/O Lalit Kumar Agarwal, residing at 100, G. T. Road, Salkia, Howrah, Pin- 711106, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sunita Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/04/2024. Sunita Agarwal (new name) and Sunita Madhogaria (old name) both are same identical person.

Name Change
I LUAL JAIN, S/O DEEPAK KUMAR JAIN, R/O 110B, NARKELDANGA MAIN ROAD, FLAT 1D, PS PHOOLBAGAN, KOLKATA -700054, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LUAL KUMAR JAIN. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT LUAL JAIN AND LUAL KUMAR JAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANKAR MONDAL, S/O BHOROT MONDAL, R/O VILL DAKSHIN KRISHNAPUR, KALNA, PURBA BARDHAMAN, PIN-712146, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHANKAR MONDAL. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT SANKAR MONDAL AND SHANKAR MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Dipendhu Halder (old name) S/O Gobinda Halder, residing at Vill- Banglani, P.O.- Bagagram, P.S.- Bongaon, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743251, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Dwibyendu Halder (new name) vide an affidavit sworn before The L.d. A.C.J.M (1st Class) at Bongaon, North 24 Pgs on 12/12/2023. Dwibyendu Halder (new name) and Dipendhu Halder (old name) both are same identical person.

Name Change
I JASWANT KAUR, W/O- SWARAN SINGH, R/O- 28/2B, HARREY KESHTO SETT LANE, DUMDUM, KOLKATA-700050, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JASWANTKAUR BAINS. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/04/2024, THAT JASWANT KAUR AND JASWANTKAUR BAINS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I JASWANT SINGH KHANGURA, S/O HAMIR SINGH, R/O 77/67, HARI MOHAN BANERJEE ROAD, PO ISI BARANAGAR, BARRACKPORE - 700108, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JASWANT SINGH. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT JASWANT SINGH KHANGURA AND JASWANT SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I NOOMAN SHAMIM, RESIDING AT 2 HART FORD LANE, PARK STREET, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR DAUGHTER ALSBA SHAMIM SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALSBA SHAMIM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024. THAT ALSBA SHAMIM AND ALSBA SHAMIM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

উদয়পুরে গোমতীতে উদ্ধার মহিলার কঙ্কাল, এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ১৩ এপ্রিলঃ বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে মন্দির নগরী গোমতী জেলার উদয়পুরে কঙ্কাল উদ্ধার। কঙ্কাল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে গোটা মহকুমা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে রাধা কিশোরপুর থানায়ীন

ছনবন ছাতারিয়ায় গোমতী নদীতে কঙ্কাল দেখতে পায় স্থানীয়রা। স্থানীয়দের বক্তব্য দুপুরে গোমতী নদীতে স্নান করতে এসে দেখতে পায় নদীর জলে কি একটি ভেসে রয়েছে। তা দেখতে গিয়ে দেখা যায় সেইটি একটি কঙ্কাল। কঙ্কাল দেখে এলাকাবাসীরা ভয়ে

চিংকার শুরু করলে এলাকার অন্যান্যরা ছুটে এসে খবর দেয় রাধা কিশোর পুর থানায়। এদিকে কঙ্কাল উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় নমিত পাঠক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শফিক দে, রাধা কিশোর পুর থানার ওসি বাবুল দাস,

মহিলা থানার ওসি আল্লনা সরকার সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ সুপার নমিত পাঠক বলেন কঙ্কালটি অনেক পুরনো। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কেউ নির্বোধ রয়েছে কি না তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

এদিকে কঙ্কালটি উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়।অপরদিকে স্থানীয়দের বক্তব্য নর কঙ্কালটির হাতে শাখা রয়েছে তাই ধারণা করা হচ্ছে কঙ্কালটি কোন মহিলার হবে। পুলিশ সচিৎ তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে আসল ঘটনা।

Name Change
I SUJIT JAISWAL, S/O RAJKUMAR JAISWAL, R/O 41/A, SIMLA ROAD, 3RD FLOOR, FLAT NO 3C, PS MANIKTALA, KOLKATA -700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUJIT KUMAR JAISWAL. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT SUJIT KUMAR JAISWAL AND SUJIT JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I JASWANT SINGH KHANGURA, S/O HAMIR SINGH, R/O 77/67, HARI MOHAN BANERJEE ROAD, PO ISI BARANAGAR, BARRACKPORE - 700108, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JASWANT SINGH. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT JASWANT SINGH KHANGURA AND JASWANT SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I NOOMAN SHAMIM, RESIDING AT 2 HART FORD LANE, PARK STREET, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR DAUGHTER ALSBA SHAMIM SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALSBA SHAMIM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024. THAT ALSBA SHAMIM AND ALSBA SHAMIM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

কৃষ্ণ কল্যাণী সমর্থনে কর্মীসভায় যোগ দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়

দুরন্ত বাৰ্তা, রায়গঞ্জ, ১৩ এপ্রিল : রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী সমর্থনে কর্মীসভায় যোগ দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল



সুপ্রিয়। শনিবার দুপুরে কালিগঞ্জের নজম্ নাট্য নিকেতনে সভার আয়োজন করা হয়। এদিন অন্যান্যদের উপস্থিত ছিলে রাজ্য সম্পাদক অসীম ঘোষ, জেলা চেয়ারম্যান শচীন সিংহ রায়, পুরসভার পুরপ্রধান রাম নিবাস সাহা, পঞ্চমতে সমিতির সভাপতি হিরময় সরকার, শহর ও ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজীব সাহা ও নিতাই বৈশ্য সহ অন্যান্যরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখমুখী হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বলেন দিল্লির বিজেপি সরকার রাজ্যের প্রতি অনিহা করা সত্ত্বেও রাজ্যের মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মানুষের প্রতি একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করে চলেছেন। তাই রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ কোন কাজ করেনি তাই এখনো বিজেপি তাদের মেনুফেক্টেন বেরকরতে পারেননি। তিনি আর জিততে পারবেন না বলে তাকে টিকিট দেননি। আর রায়গঞ্জের বিধায়ক যেভাবে রায়গঞ্জের মানুষের জন্য যেভাবে কাজ করেছেন তার কাজের মানসিকতা দেখে মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণ কল্যাণীকে তৃণমূলের প্রার্থী করছেন। তাই আগের ভুল যাতে না হয় কৃষ্ণ কল্যাণীকে জয়ী করার আহ্বান করেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য কারণ কৃষ্ণ কল্যাণী কাজের মানুষ। এদির সভার শেষ সকলের আবেদনে মধ্যে খোলা গলায় গান করেন।

রেল স্টেশনগুলিতে পানীয় জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য রেলপথ মন্ত্রক প্রচেষ্টা জোরদার করে

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : রেলপথ মন্ত্রক ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্ক জুড়ে সমস্ত স্টেশনে যাত্রীদের পানীয় জল সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আসন্ন গ্রীষ্মের মরসুম এবং সম্ভাব্য তাপপ্রবাহের প্রত্যাশায়, মন্ত্রক স্টেশনগুলিতে পানীয় জলের প্রাপ্যতা পর্যালোচনা করেছে এবং খাঁপা সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জোনাল রেলওয়েকে নির্দেশ জারি করেছে। মন্ত্রকের চলমান প্রতিশ্রুতি অনুসারে, সমস্ত স্টেশনগুলি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে যাত্রীদের



বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার চেষ্টা করে। সম্ভাব্য গ্রীষ্মের মাসগুলিতে এই প্রচেষ্টাগুলিকে আরও জোরদার করার জন্য, জোনাল রেলওয়েগুলিকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : প্রাপ্যতা এবং কার্যকারিতা- নিশ্চিত করুন যে সমস্ত বিদ্যমান ওয়াটার কুলার কার্যকরী এবং যাত্রীর চাহিদা পূরণ করে। ট্যাক্সার স্থান- বিদ্যমান সরবরাহের পরিপূরক করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে জলের ট্যাক্সার স্থানপন করা। নিয়মিত পরিদর্শন- সমস্ত প্ল্যাটফর্ম জুড়ে জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে স্টেশনগুলিতে নিয়মিত চেক পরিচালনা করুন। এনজিও এবং কমিউনিটি গ্রুপগুলির সাথে সহযোগিতা- সক্রিয়ভাবে মহিলা সমিতি (মহিলা স্মনিভর্দ গোষ্ঠী), এনজিও, স্মাউটস এবং গাইড এবং অন্যান্য স্মনিভর্দ গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে শীতল পানীয় জল বিতরণের জন্য, বিশেষত সাধারণ শ্রেণীর কোচের কাছে সক্রিয়ভাবে সহায়তা নিন। অভাবের পরিস্থিতি মোকাবিলা করা- জলের ঘাটতির সম্মুখীন এলাকায়, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মিউনিসিপাল কর্পোরেশন / রাজ্য সরকারগুলির সাথে সহযোগিতা করবে এবং বিকল্প জল সরবরাহ সমাধানগুলি অন্বেষণ করবে। ২৪ / ৭ মনিটরিং- সুসংগত জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে এবং যে কোনও উদ্বিগ্নমান সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করার জন্য রেলওয়ে কর্মীদের দ্বারা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য একটি সিস্টেম প্রয়োগ করা। রেল মন্ত্রক সমস্ত যাত্রীদের জন্য একটি আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সক্রিয় ব্যবস্থাগুলির লক্ষ্য হল গ্রীষ্মের ঋতু জুড়ে স্টেশনগুলিতে পরিষ্কার পানীয় জল সঙ্গ অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা। রেল মন্ত্রকের এই উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কলকাতা মেট্রো গ্রীষ্মকালে মূল্যবান যাত্রীদের পানীয় জল সরবরাহ করার উদ্যোগ নিচ্ছে। ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন, অরেঞ্জ লাইন এবং পার্পল লাইনের সমস্ত স্টেশনে ইতিমধ্যেই সমস্ত যাত্রীদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার সুবিধা রয়েছে। মেট্রো কর্মীরা সকেন জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় বাণিজ্যিক সময়ে সতর্ক থাকে।

টোটো চালকদের নিয়ে জনসভা কীর্তির

দুরন্ত বাৰ্তা, বৰ্ধমান, ১৩ এপ্রিল : বৰ্ধমান দুৰ্গাপুৰ লোকসভা কেন্দ্ৰের পূৰ্ব বৰ্ধমান সদর ইকো রিকশা পুলাস ইউনিয়নের টোটো চালকদের নিয়ে একটি প্রচাৰ সভার আয়োজন করা হল কীর্তি বাঁ আজাদ ভগতের সমৰ্থনে। ইউনিয়নের সকল সদস্যদের নিয়ে শনিবার বৰ্ধমান টাউন হল ময়দানে নিৰ্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রায় পাঁচ হাজার টোটো চালক এদিনের এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বৰ্ধমান দুৰ্গাপুৰ লোকসভা কেন্দ্ৰের প্রাৰ্থী কীর্তি আজাদ, বৰ্ধমান জেলার ছাত্র তৃণমূল পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, বৰ্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ অনান্য নেতৃব্বরা। সামনেই লোকসভা ভোট, এই লোকসভা ভোটে জ্যোত কদমে প্রচাৰে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্ৰেস। এই নিৰ্বাচনে তৃণমূল কংগ্ৰেসের প্রাৰ্থী কীর্তি বাঁ আজাদ বিপুল ভোটে জিতবেন বলে দাবী বিধায়ক খোকন দাসের।

জগদীশচন্দ্র বৰ্মা বসুনিয়ার সমর্থনে সিতাই বাজার থেকে রোড শো অভিষেকের

দুরন্ত বাৰ্তা, কোচবিহার, ১৩ এপ্রিল : কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্ৰের তৃণমূল প্রাৰ্থী জগদীশচন্দ্র বৰ্মা বসুনিয়ার সমর্থনে সিতাই বাজার থেকে রোড শো করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রোড শোতে দেখা যায় তৃণমূল কৰ্মী সমৰ্থকদের উপচে পড়া ভিড়া। কয়েক হাজার মানুষ এই রোড শোতে অংশগ্রহণ করে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল প্রাৰ্থী জগদীশচন্দ্র বৰ্মা বসুনিয়া এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে তার বিশেষ ছাঁ খোলা ভানে নিয়ে রোড শো করেন। অন্যদিকে, বিজেপি জিতলে প্রথমেই যেটা করবে তা হল মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে কারণ নিশীথ প্রামাণিকের নেতাই সেকথা বলেছেন। কোচবিহারে সভা করতে গিয়ে অভাবেই সাধারণ মানুষের বিজেপি থেকে সতৰ্ক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয় সমৰ্থকদের উদ্দেশ্যে অভিষেক বলেন, জুন মাসে পদ্মফুল যেন চোখে সৰ্ঘে ফুল দেখে সেই ব্যবস্থা করুন। শনিবার সিতাইয়ের সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গতকালই ভারতের প্রধানমন্ত্রী জন্মু ও কাম্বীর থেকে সভা করে বলেছেন, তারা মাছ খায় তারা হিন্দু বিরোধী। তারা মোঘল। আপনারা একটু হাত তুলে বলুন তো কারা মাছ খান? আমিও মাছ খেতে ভালোবাসি। আপনাদের সবাইকে দেশ বিদেশী বলেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন। কেন? কারণ আপনারা মাছ নাশীথকে পেছনে গুঁড়ি নিয়ে ঘুরতে যেন না। আপনাদের খান। এই নিশীথ প্রামাণিক যদি ক্ষেতে তাল প্রথম কাজটা করলে সেটা হল কোচবিহারের দায়িত্ব নিতে হবে জাতি মাসে পদ্মফুল হবেন চোখে সৰ্ঘে ফুল দেখে। আর বিজয় মিছিল হয়ে মাছ খাওয়া বন্ধ করবে। কারণ তার নেতা বলছে, যে মাছ খাচ্ছে সে দেশ বিদেশী। সে দেশের

চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপের ফাঁসিতলা সহ বেশ কিছু জায়গায় মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হল গাজন মেলা বা চরক উৎসব

দুরন্ত বাৰ্তা, নদীয়া, ১৩ এপ্রিল : নদীয়ার বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপের ফাঁসিতলা সহ বেশ কিছু জায়গায় মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হল গাজন মেলা বা চরক উৎসব। নবদ্বীপ পৌরসভার ফাঁসিতলা এলাকায় পশুপতি শিব মন্দিরে প্রায় ৬৫ জন সম্মাসী ও রাজবংশী পাড়া সংলগ্ন জাতীয় বিদ্যালয় ময়দানে প্রায় ৫০ জন সম্মাসীকে নিয়ে উদ্‌যাপিত হয় গাজন মেলা বা চরক উৎসব। যা দেখতে বিকেল থেকেই ঢল নামে দর্শনাধীদেৱ। চৈত্ৰ সংক্রান্তি মানেই বাংলা কালাভোরের বৰ্ষপুটি। আজ রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে বাংলার কালেভোরের নতুন অধ্যায়। আর চৈত্ৰ মাসের শেষেই গ্রাম বাংলা মেতে ওঠে গাজন বা চরক উৎসবে। নবদ্বীপ সহ নদীয়ার বেশ কিছু এলাকায় আজও সেই রীতিতে চৈত্ৰের শেষে গাজন উৎসবের দেখা



মেলাে। নাচে, গানে জমিয়ে দেন নানা সাজে সেজে ওঠা গাজন শিল্পীরা। মূলতঃ গ্রামের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষরাই গাজন উৎসব শিব ঠাকুরকে ঘিরে। তাই গ্রাম বাংলার মানুষেরা একে চইতে গাজন বলেও অভিহিত করেন। সাধারণত শিবকে নিয়েই বানানো হয় নানান ধরনের গান। নানান সাজে সেই গান পরিবেশন

করেই মানুষের মধ্যে আনন্দ দিয়ে থাকেন শিল্পীরা। মূলতঃ গ্রামের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষরাই গাজন গানকে কেন্দ্র করে শিবের উপাসনা করেন। নদীয়ার নবদ্বীপের এক গাজন শিল্পী রঞ্জিত হালদার জানান, অন্যান্য দিনগুলিতে দিনমজুরের কাজ করলেও বছরের শেষ চারটে দিন বিশেষ করে ছুটি

এক দশক পর মালদায় সোহম চক্রবর্তী, তৃণমূলের দুই লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর প্রচাৰে



দুরন্ত বাৰ্তা, মালদা, ১৩ এপ্রিল : এক দশক আগে মালদায় শুটিং করে রীতিমতো গোটা রাজ্য হেঁটে ফেলে দিয়েছিল বোঝে না সে বোঝে না সিনেমার নায়ক সোহম চক্রবর্তী। ২০১২ সালে ২৮ ডিসেম্বর ওই বাংলা সিনেমার রিলিজ ওয়ার এক দশক পরেই আবার সোহম এলেন গায়ক হয়ে তৃণমূলের দুই লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর প্রচাৰে। মালদার মাটিতে পা দিয়েই যেন সেই এক দশক আগের ওই সিনেমার পুরনো স্মৃতি নতুন করে জেগে উঠলো অভিনেতার মনে। ট্রেন থেকে নেমেই হালকা আমেজে মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সেই বাংলা সিনেমার একটি সুর না রে না। আর তাতেই করতালি দিয়ে উজ্জ্বাসিত হয়ে পড়লো মালদা টাউন স্টেশনে উপস্থিত কয়েকশো তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকেরা। আর এরপরই দুপুরে উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে রোড শো থেকে নির্বাচনী সভায় মাটিয়ে দিলেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। কখনো বাংলা সিনেমার ডায়লগ, আবার কখনোই তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে জয়ী করার আহ্বান। সবই যেন এদিনের নির্বাচনের রোড শোতে মিলেনিশে একাকার হয়ে গেল। যদিও এদিন সোহমকে দেখতে পুরাতন মালদা শহরের মহিলাদের ভিড় বেশি লক্ষ্য করা গেছে। শনিবার সকালে কলকাতা থেকে ট্রেনে করে মালদায় আসেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। এরপর দুপুরে উত্তর মালদা

৭০০ পরিবারের পানীয় জলের সমস্যা মেটালেন মুখ্যমন্ত্রী, খুশি বাসিন্দারা

দুরন্ত বাৰ্তা, চালসা, ১৩ এপ্রিল : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পানীয় জলের সমস্যার কথা গ্রামবাসী জানাতেই ১০ দিনের মধ্যেই শুরু হল পিএইচটির জল প্রকল্পের কাজ। মেটেলিকের পাত্রি কুটির এলাকায় গত ৪ বছর ধরে জল প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে জলের পাইপ লাইনের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষজন। এপ্রিলের ২ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরেই এসেছিলেন এবং রাত্রি যাপন করেছিলেন চালসার একটি বেসরকারি রিসোর্টে। মুখ্যমন্ত্রী চালসা এসেছেন এই খবর পেয়েই সমস্যার কথা জানাতে মাটিয়ালী বাতাবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের

পাত্রি কুটির গ্রামবাসীরা পৌঁছে গিয়েছিলেন সেই বেসরকারি রিসোর্ট এর সামনে। সেই দিন এই গ্রামের হাজার হাজার মানুষ পানীয় জল সমস্যার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর পরেই তৎপর হয়ে শুরু হয় পিএইচই দফতরের। গত কয়েকদিন যাবত শুরু হয়েছে ওই এলাকায় পাইপ লাইন পাতার কাজ। এই এলাকায় দুটি জলের রিজার্ভার তৈরি হচ্ছে বলে জানা গেছে। কাজ শুরু হওয়ার পরেই খুশি এলাকার মানুষ। ধন্যবাদ জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে । এলাকার বাসিন্দারা বলেন, ইহুদিন থেকে এলাকায় জলের সমস্যা রয়েছে। সমস্যার কথা কিছুদিন

আগে চালসায় মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি। বর্তমানে গাড়ি করে জল দিচ্ছে পাশাপাশি কলও বসানো হয়েছে। পাইপ লাইনের কাজ চলছে। এতেই আমরা খুশি। তবে বাড়ি বাড়ি জলের কল লাগালে আমাদের সুবিধা হয়। বর্তমানে পিএইচই-র পক্ষ থেকে জোরকামে কাজ চলছে। খুশি সাধারণ মানুষ। জানা গেছে, এই জলের কাজ বহু দিন আগে চালু হওয়ার পর কোন কারনে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সেই কাজ আবার চালু হল। ভোটের পর ৭০০ বাতুতে জলের সমস্যা দেখাও হবে বলে ঠিকাদার সংস্থা জানিয়েছে।

ভোটের আগে আবার আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার কলিয়াচকে

দুরন্ত বাৰ্তা, মালদা , ১৩ এপ্রিল : লোকসভা ভোটের মুখে আবার আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হল মালদার কলিয়াচকে। শনিবার ভোরে এক দুষ্কৃতীকে প্রেফতার করে কলিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আলিম খান (২৭)। বাড়ি কলিয়াচক থানার মোজমপুরের পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকায়। জানা গেছে, গোপন সত্ৰে খবর পেয়ে কলিয়াচক থানার পুলিশ নারায়ণপুরের হাসপাতাল মোড় এলাকায় হানা দেয়। সেখানে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় একটি সেভেন এম এম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও একটি কার্তুজ। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। কলিয়াচক থানার আইসি সুমন রায় চৌধুরী বলেন, ‘আগ্নেয়াস্ত্র ও একজনকে প্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে পুলিশ হেপাজত চেয়ে মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়েছে।’

শত্রু। তাদের মোঘলদের সঙ্গে তুলনা করছে। আমি তো সকাল বিকেল মাছ খাই। আর আমাদের দুর্গাপুজো- কালী পুজোতে মাছ - মাংস ছাড়া মায়ের ভোগ হয় না। মোদিজিকে বলব বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা আপনি জানেন না। অমিত শাহ দুদিন আগে সভা করেছেন। উনি

বালুপথ্যটে এসে বলেছেন বেলুরঘাটা এখানে সভা করতে এসে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মাকে বলেছেন পাঞ্চানন বর্মা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান জানে না। বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি এদের নেতৃত্বে ভাঙা হয়েছিল। রাজ্যের সরকারের অধিকার প্রকল্পের কথা টেনে এনে অভিষেক বলেন, আমাদের সরকার লক্ষ্মীর ভান্ডার দিচ্ছে। এই কোচবিহার জেলায় ৭ লাখ ৯২ হাজার মায়েরদে, দিদিদের, বৌদিদের প্রতি মাসে লক্ষ্মীর ভান্ডার দিচ্ছে। বিজেপি জিতলে আগে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করবে। কোচবিহারের সবাইকে ৩০ লাখ ৫৯ হাজার জনকে দিদি রেশন দিচ্ছে। একশো দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে। ২ বছরের বকেয়া পাওয়া মেটানো হয়েছে। কেন্দ্রের দেওয়ার কাজ দিচ্ছে রাজ্য সরকার। অনেকে বাড়ির জন্য আবেদন করেছেন। আজ বলে যাচ্ছি, কোচবিহার থেকে জগদীশদাকে জেতান। আপনাদের বাড়ি হয়েছে যারা। আজ সিতাইয়ে যা লোক হয়েছে তাতে এরাই যদি ডোটে ম্যে তাহলে আর নিশীথকে পেছনে গুঁড়ি নিয়ে ঘুরতে যেন না। বাড়ি থেকে বেরোতে পারেন না। আপনাদের দায়িত্ব নিতে হবে জাতি মাসে পদ্মফুল হবেন চোখে সর্ঘে ফুল দেখে। আর বিজয় মিছিল হয়ে গিয়েছে। আবার জুন মাসে আসব।

কোলাঘাট ফুল ও সবজি বাজারে প্রচাৰ সারলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত বাৰ্তা, পূৰ্ব মেদিনীপুৰ, ১৩ এপ্রিল : শনিবার পূৰ্ব মেদিনীপুৰ জেলার কোলাঘাট ফুল বাজার সহ সবজি বাজারে প্রচাৰ সারলেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্ৰের তৃণমূল প্রাৰ্থী দেবাংশু ভট্টাচাৰ্য্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য তৃণমূল নেতা কৰ্মীরা। এদিন ফুল বাজার এলাকায় ঘুরে সাধাৰণ মানুষের বিভিন্ন অভাব - অভিযোগ শোনার মধ্য দিয়ে ভোট প্রচাৰ সারলেন তিনি। পাশাপাশি নিজের হাতে বাজারে আসা সাধাৰণ মানুষদের চা খাওয়ালেন।

বিডিও অফিসের সামনে রাজ্য সম্মেলনের ব্যানারের শুভ উদ্বোধন

দুরন্ত বাৰ্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির (WBSTSA) প্রথম রাজ্য সম্মেলন কে সম্বল করার জন্য আজ সকাল দশটায় জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিসের সামনে রাজ্য সম্মেলনের ব্যানারের শুভ উদ্বোধন হল। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি শ্রী অঞ্জন দাস মহাশয় ও সাধাৰণ সম্পাদক শ্রী কিরণ চন্দ্র রায় মহাশয়ের গৌৰবময় উপস্থিতিতে ব্যানারের শুভ উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহুয়া দত্ত সহ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা নেতৃব্বরা।

নববৰ্ষে মিড ডে মিলে চমক, পড়ুয়াদের পাতে পড়তে চলেছে ফ্রায়েড রাইস-কষা মাংস

দুরন্ত বাৰ্তা, কলকাতা , ১৩ এপ্রিল : মিড ডে মিলের খাবারে গোলমালের খবর অনেকই শোনা যায়। অনেক অভিযোগ, অনেক দুর্নীতির খবর হয়েছে। এবার একেবারে অন্যরকম খবর। আগামী সোমবার শিশুদের মিড ডে মিলে থাকছে চমক। পড়ুয়াদের পাতে পড়তে চলেছে মাংস, চাটনি, ফল, পায়স, ফ্রায়েড রাইস। রবিবার পয়লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ। আগামীকাল ছুটির দিন। ফলে বাংলা বছরের প্রথম দিনে স্কুলে আসছে না পড়ুয়ারা। পরের দিন সোমবার। যথারীতি তারা স্কুলে ফিরছে। ওই দিন মিড ডে মিলের মেনুতে বেচিড়া আনতে বলা হয়েছে। রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের পক্ষে থেকে। এই মর্মে সব ডি আইদের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ চলে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের মিড ডেল মিলের মেনুকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বলা হয়েছে বলে খবর। এবার পয়লা বৈশাখকে রাজ্য দিবস হিসেবে পালন করছে রাজ্য সরকার। আর তার পরদিনই কচিকচিপানের কাছে চমক দিতে চাইছে স্কুল শিক্ষা দফতর। আয়োজন করা হচ্ছে বিশেষ কিছু খাওয়ানোর। এই নিয়ে স্কুলগুলি সোমবারের মেনু কী হবে তা ঠিক করে নেবে। সুব্বের খবর কলকাতার সরকারি স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলে দেওয়া হতে পারে ফ্রায়েড রাইস ও মাংস করা। কোথাও ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে ডিমের কষা, আলুর দম বা মিষ্টি। জেলার বহু স্কুল সত্ৰে খবর, কোথাও দেওয়া হবে মাংস ভাত। কোথাও পেলাও। কোথাও ফ্রায়েড রাইস, মাংস কষা বা ডিমের কষা। শেষে পায়েস বা মিষ্টি। কোনও কোনও মনল থেকে জানা যাচ্ছে সোমবার ওই ধরনের মেনু করে কীরকম সাড়া পাওয়া যাচ্ছে শিক্ষা দফতর তার উপরে ভিত্তি করেই বছরের অন্যান্য বিশেষ দিনগুলিতে বিশেষ মেনুর কথা ভাবা হবে। জানা যাচ্ছে সোমবার মিড ডে মিলের মেনুতে কী থাকল তার ছবি তুলে শিক্ষা দফতরে পাঠিয়ে দিতে হবে।

জঙ্গী সংগঠনের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে, বাংলার মানুষ এবার তৃণমূলকে বিসর্জন দেবে : দিলীপ

দুরন্ত বাৰ্তা, দুৰ্গাপুৰ , ১৩ এপ্রিল : ‘জঙ্গী সংগঠনের ঘাঁটি পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলার মানুষ এবার তৃণমূলকে ‘বিসর্জন দেবে। বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুই জঙ্গী এনআইএর হাতে প্রেফতার হতেই রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে এভাবে বিধ্বলেন বিজেপি সাংসদ তথা বৰ্ধমান-দুৰ্গাপুৰের বিজেপি প্রাৰ্থী দিলীপ ঘোষ। রাত পেরোলেই বাঙালির নতুন বছর। তার আর শনিবার বাজারের চৈত্ৰ সংক্রান্তির দিন দুৰ্গাপুৰে গুরুদ্বারায় শিশু সম্প্রদায়ের বৈশাখী উৎসবে যোগ দেন বিজেপি প্রাৰ্থী দিলীপ ঘোষ। সেখানে গুরুবানী শোনেন ও আশীৰ্বাদ নেন। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ১ মার্চ বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণ হয়। ঘটনায় জড়িত পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুই জঙ্গীকে প্রেফতার করে। ওই দুই জঙ্গির ডুয়ে নথি জমা দিয়ে শিলিগুড়িতে জাল আধার কার্ড ও জাল ড্রাইভ লাইসেন্স বানিয়েছিল বলে দাবী এনআইএর। এছাড়াও বিস্ফোরণের পর ওই দুই জঙ্গী একনালপুর ও নিউ দীঘায় ডেরা নিয়েছিল বলে দাবি এনআইএ-র। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শেষ পর্যন্ত শনিবার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হোটেল বারান্দা এনআইএ এবং হাতে নতুন দুজনকে প্রেফতার করে। লোকসভা নির্বাচন তার আগে জঙ্গী ধরা পড়ায় রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা ব্যর্থতাকে দায়ি করেছে বিরোধীরা। এদিন দিলীপ ঘোষ তৃণমূলকে নিশানা করে বলেন, জঙ্গী সংগঠনের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

রাজনীতির সংস্কৃতি ও সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী : নাগাল্যান্ডে নাড্ডা

কোহিমা (নাগাল্যান্ড), ১৩ এপ্রিল : রাজনীতির সংস্কৃতি ও সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ শনিবার নাগাল্যান্ডের চুমুকেদিমা জেলায় একটি সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এদিন শনিবার দুপুরে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে পৌঁছেছেন কোচি নাড্ডা। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান প্রদেশ বিজেপি কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের অধীনে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতাল এবং আসানসোলা জেলা হাসপাতাল। এই ৪ টি হাসপাতালের মোট ১৩৬টি বিভাগ এই বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই সুবাদে প্রতিটি বিভাগ আগামী ১ বছর ধরে কেন্দ্রের কাজ থেকে ৯ লক্ষ টাকা করে পাবে। রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে চিঠি দিয়ে কেন্দ্রের অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচিব তথা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা এল এস চ্যাসান এই চিঠি দিয়ে একথা জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, গত বছর সেপ্টেম্বর এবং এ বছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির দু’দিন করে মোট আট দিনের পরিদর্শন ও মূল্যায়নের পরে ‘মুসকান’ ও ‘লক্ষ্য’ কর্মসূচিতে এই চারটি সরকারি হাসপাতাল এই সাফল্য পেয়েছে।

সবজি বাজারে প্রচাৰ সারলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত বাৰ্তা, পূৰ্ব মেদিনীপুৰ, ১৩ এপ্রিল : শনিবার পূৰ্ব মেদিনীপুৰ জেলার কোলাঘাট ফুল বাজার সহ সবজি বাজারে প্রচাৰ সারলেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্ৰের তৃণমূল প্রাৰ্থী দেবাংশু ভট্টাচাৰ্য্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য তৃণমূল নেতা কৰ্মীরা। এদিন ফুল বাজার এলাকায় ঘুরে সাধাৰণ মানুষের বিভিন্ন অভাব - অভিযোগ শোনার মধ্য দিয়ে ভোট প্রচাৰ সারলেন তিনি। পাশাপাশি নিজের হাতে বাজারে আসা সাধাৰণ মানুষদের চা খাওয়ালেন।

টি-২০ বিশ্বকাপের থিম সং গাইলেন কারা



১৩ এপ্রিল : ২০ দল, ৫৫ ম্যাচ-এত বা। পরিসরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কোনো আসর আগে কখনো হয়নি। ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপ তাই আইসিসির জন্য আক্ষরিক অর্থেই ক্রিকেটকে বিশ্বের করে তোলার সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ। আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। টুর্নামেন্টের লোগো অনেক আগেই উন্মোচিত হয়েছে। ক্ষণগণনার ১০০তম দিন থেকে টিকিট বিক্রিও শুরু হয়েছে। এবার ৫০ দিন বাকি থাকতে প্রকাশ করা হলো অফিশিয়াল থিম সং। গত রাতে আইসিসি তাদের ওয়েবসাইটে ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে থিম সং প্রকাশ করেছে। যদিও পুরো ভিডিও এখনো প্রকাশ করা হয়নি। এবারের বিশ্বকাপের থিম সং গেয়েছেন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী শন পল ও সকা সুপারস্টার কেস। গানটি প্রযোজনা করেছেন মাইকেল ‘তানো মন্তানো। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক হওয়ায় গানটির জন্য তিন ক্যারিবিয়ানকে বেছে নিয়েছে আইসিসি। শন পল একজন জ্যামাইকান এবং কেস ও তানো ব্রিনিদািয়ানা। দুই দশকের বেশি সময় ধরে সংগীতজগতের পরিচিত মুখ শন পল মনে করেন, এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের থিম সংয়ে ক্যারিবিয়ান সংগীত সম্ভার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংগীতের আবহও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গানটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘ সব সময়ই আমাদের সংস্কৃতির প্রধান অংশ। তাই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অফিশিয়াল থিম সং রেকর্ড করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। আমি কেসের বা ভক্ত। ক্যারিবিয়ান ম্যাচের সঙ্গে সংস্কৃতির চমকজন মেলবন্ধন হবে এই গানে। সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংগীতের আবহ ও সকা সংগীত তো থাকছেই।’ টি-২০ বিশ্বকাপের থিম সংয়ের অংশ হতে পেরে গর্বিত কেসও। তিনি বলেছেন, ‘ সবর লক্ষ্য বিশ্বকে একত্র করা। তাই আমরা ক্রিকেট গানের সুরে সুর বেঁধেছি, যা খুবই শক্তিশালী এক মাধ্যম। শন পল ও তানোর এই সৃষ্টি অসাধারণ। বিশ্বব্যাপী সবাইকে এই গান গাইতে, শুনতে তরসইছে না। এই গান ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের স্টেডিয়ামগুলোতে পাটির মতো আমেজ নিয়ে আসবে।’ আইসিসির বিপন ও যোগাযোগ বিভাগের মহাপ্রবাহুপক ক্রয়ার ফারলং বলেছেন, ‘ সুপরিচিত দুই শিল্পী শন পল ও কেসকে পেয়ে আমরা আনন্দিত। আমরা বিশ্বাস করি, এই গান ক্রিকেট উসবের সুর বেঁধে দেবে। সমর্থকেরা এমন একটি গান আশা করতে পারেন, যা ক্যারিবিয়ান পরিচয়কে প্রতিফলিত করবে এবং বিশ্বব্যাপী ক্রিকেট-ভক্তদের সর্বজনীন আবেদন বজায় রাখবে।’

পঞ্জাব কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস, হেড টু হেড রেকর্ড

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : শনিবার চণ্ডীগড়ের মুন্নাংপুরের মহারাজা যাদবিন্দ সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পঞ্জাব কিংস রাজস্থান রয়্যালসের মুখোমুখি হবে। ম্যাচের আগে দেখে নেওয়া যাক হেড-টু-হেড রেকর্ড এবং পরিসংখ্যানে কারা এগিয়ে। আইপিএলে পিবিকেএস বনাম আরআর হেড-টু-হেড- খেলা হয়েছে- ২৬টি, পঞ্জাব কিংস জিতেছে- ১১টি, রাজস্থান রয়্যালস জিতেছে- ১৫টি, শেষ ফলাফল- রাজস্থান রয়্যালস ৪ উইকেটে জিতেছে (২০২৩)।

পিবিকেএস বনাম আরআর আইপিএল ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান- সঞ্জু স্যামসন (আরআর) ১৭ ইনিংসে ৫৯৬ রান। কেএল রাহুল (পিবিকেএস) ৮ ইনিংসে ৪৯০ রান। শন মার্শ (পিবিকেএস) ৭ ম্যাচে ৪০৯ রান। পিবিকেএস বনাম আরআর আইপিএল ম্যাচে সবচেয়ে বেশি উইকেট- আরশদীপ সিং (পিবিকেএস) ৭ ম্যাচে ১৫ উইকেট। পীযুষ চাওলা (পিবিকেএস) ১৫ ম্যাচে ১৪ উইকেট। সিদ্ধার্থ ত্রিবেদী (আরআর) ১০ ম্যাচে ১১ উইকেট।

আইপিএলে দারুণ ছন্দে, টি-২০ বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছেন না কিষান



মুম্বই, ১৩ এপ্রিল : মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এই ভারতীয় কিপার-ব্যাটসম্যান ইশান কিষান গত ডেভসের ভারতের হয়ে শেষ খেলেছেন। ডিসেম্বর- জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময় ক্রিকেট থেকে বিরতিতে ছিলেন। চলতি মাসের ফেব্রুয়ারিতে ডিওয়াই পাতিল টি-২০ কাপ দিয়ে মাঠে ফিরেছেন কিষান। এখন খেলছেন এবারের আইপিএল। এখনও পর্যন্ত তিনিই মুম্বইয়ের হয়ে

সর্বোচ্চ ১৬১ রান করেছেন ১৮২.৯৫ স্ট্রাইক রেটে। এবারের আইপিএলে তাঁর বিস্ফোরক ইনিংস গুলো দেখার পর বিশ্বকাপ প্রসঙ্গটা এসে যাচ্ছে। এনিম্যে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে খুব বেশি সামনে তাকাছি না। বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়াটা আমার হাতে নেই। এই মুহূর্তে আমি সবকিছু খুব সহজভাবে নিচ্ছি। একবারে একটা করে ম্যাচ নিয়ে ভাবছি। বুঝতে হবে, অনেক কিছুই খেলোয়াড়দের হাতে থাকে না।

যে ৫ কারণে ছন্দে ফিরল জাভির বার্সা

১২ এপ্রিল : গত ২৮ জানুয়ারি ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ৫-৩ গোলের হারের পর মৌসুম শেষে বার্সেলোনাকে বিদায়ের সিদ্ধান্ত জানানো জাভি হার্নান্দেজ। জাভির বিদায় ঘোষণার সময় লা লিগায় রিয়ালের চেয়ে ১০ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিল বার্সা। ২১ ম্যাচ শেষে তিনে থাকা বার্সার পয়েন্ট ছিল ৪৪। শীর্ষে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ছিল তখন ৫৪। এমনকি দুইয়ে থাকা জিরোনোর পয়েন্টও ছিল ৫২। তা ছাড়া এক সপ্তাহ আগেই কোপা দেল রে থেকেও বিদায় নিয়েছিল বার্সা। এমন পরিস্থিতিতে চাপের মুখে মৌসুম শেষে বার্সায় আর না থাকার কথা জানিয়ে দেন জাভি। কিন্তু জাভির এমন বিদায়ই যেন ভোজবাহারের মতো বদলে যায় দৃশ্যপট। তাঁর বিদায় ঘোষণার পর ১২ ম্যাচ খেলে কানোটিচিই হারেনি বার্সা। ৯ জয়ের বিপরীতে আছে ৩ ড্র। এর মধ্যে লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় তিন থেকে দুইয়ে উঠে এসেছে তারা। রিয়ালের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধানও নামিয়ে এনেছে আর্টে। তবে বার্সা সবচেয়ে বা চমক দেখিয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগে।

কোয়ার্টার ফাইনালে যারা পিএসজিকে ৬-২ গোলে হারিয়ে এখন সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে। দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পর মাত্র আট মাসে জাভির এভাবে দলকে বদলে দেওয়ার বিষয়টি এখন আলোচনার কেন্দ্রে। কদিন আগেও যে দলটি ঝুঁকছিল, কোন জাদুমন্ত্রে দলটিকে এভাবে বদলে দিলেন জাভি? স্প্যানিশ সংবাদ স্পোর্ট বার্সার বদলে যাওয়ার পেছনে পাঁচটি কারণ সামনে এসেছে। যেখানে কিশোর পাউ কুবারসির ভূমিকা যেমন আছে, তেমনি ছন্দহীন খেলোয়াড়েরা ছন্দে ফেরার বিষয়টিও আছে।

সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক উদীয়মান তরুণ ফুটবলার উপহার দিয়েছেন জাভি। যাদের বেশির ভাগকেই তিনি নিয়ে এসেছেন বার্সার একাডেমি ‘ মাসিরা’ থেকে। এ তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন পাউ কুবারসি। মাত্র ১৭ বছর বয়সী এই কিশোর দলে সুযোগ পেয়ে বার্সার রক্ষণকে আমূল বদলে দিয়েছেন। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, নিজেকে প্রমাণ করেছেন। চ্যাম্পিয়নস লিগে নাপোলির বিপক্ষে শেষ য়োলোর দ্বিতীয় লেগ এবং পিএসজির



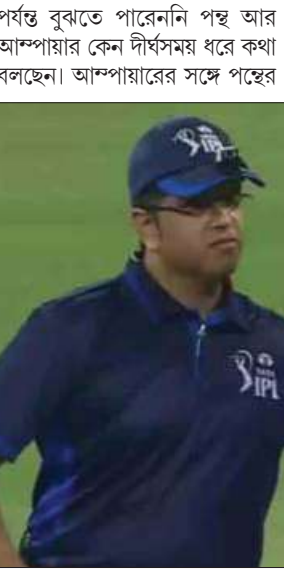
চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই ছন্দহীন ছিলেন বার্সার মূল স্কোরার রবার্ট লেভানডোফস্কি। এ জন্য বেশ সমালোচনার মুখেও ছিলেন এ পোলিশ স্ট্রাইকার। তাঁর গোলহীনতা ভোগাগুলো বার্সাকে। তবে এখন নিজের সেরা ছন্দে ফিরেছেন লেভা। গোল না পেলেও পারফরম্যান্স দিয়ে দারুণ আলো ছাচ্ছেন। আক্রমণের ভিত্তি গড়ার পাশাপাশি কয়েকজন গোল

সহায়তাও। লেভার পাশাপাশি লামিনে ইয়ামালের প্রতিনিয়ত ক্ষুরধার হয়ে ওঠার সুফলও পাচ্ছে বার্সা। উইং ধরে আক্রমণে ওঠার সময় প্রতিপক্ষের নার্ভিশুস তুলে ছাড়ছেন এ স্প্যানিয়ার্ড। প্রতি-আক্রমণে ইয়ামাল দারুণ কার্যকর। ইয়ামালের ক্রমে পরিণত হয়ে ওঠাও সুস্ববাদ নিয়ে আসছে বার্সার জন্য। অনেকেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন রাফিনিয়ার ওপর। বার্সার অনেক সমর্থকও তাঁকে বিদায় করে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। জাভি অবশ্য সব সময় আস্থা রেখেছিলেন এ ব্রাজিলিয়ানের ওপর। যার প্রতিদান এখন দিচ্ছেন রাফিনিয়া। চ্যাম্পিয়নস লিগে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সার জয়ে জোঁ। গোল করেছেন এ ফরোয়ার্ড। পজিশন বদলে লেফট উইঙ্গার হিসেবেও সমান কার্যকর। এই মুহূর্তে বার্সার হয়ে আগ্রাসন ও গতিতেও চমক দেখাচ্ছেন রাফিনিয়া। সামনের ম্যাচগুলোতেও তাঁর কথ্য থেকে বেশির ভাগই গড়বে লেভারকুসেন।

সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতা নিয়েই বার্সায় এসেছিলেন এ জার্মান। তবে বার্সায় শুরুর তর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অনেক দায়িত্ব। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবেও রাখতে হয়েছে ভূমিকা। যে কারণে নিজের সহজাত কাজটুকু ঠিকঠাক করতে পারছিলেন না গুন্দোয়ানা। তবে এখন সেই চাপ নেই গুন্দোয়ানার ওপর। ফলে আক্রমণে অনেক বেশি বৈচিত্র্য আনার সুযোগ পাচ্ছেন এ মিডফিল্ডার। সাম্প্রতিক সময়ে চোটের কারণে বার্সার বেশ কয়েক দলে পড়েছিল। তবে পেম্প্রের মতো কার্যকর খেলোয়াড়ে প্রত্যাবর্তন বদলে দিয়েছে হিসাব-নিকাশ। এখন একদারের মতো বার্সার বেশও সমান কার্যকর। সর্বশেষ পিএসজির বিপক্ষে বেশ থেকে নেমেই নিজেরের জাদু দেখিয়েছেন আন্দ্রেস ক্রিস্টিনেসেন ও পেদ্রি। সামনের ম্যাচগুলোতেও পার্থক্য গড়ে দিতে পারে বার্সার ফেব্রের শক্তি। বার্সেলোনা ছন্দে ফেরার পর ক্যাপ্টন ন্যুয়ে শোনা যাচ্ছিল, জাভি তাঁর সিদ্ধান্ত বলে থেকে যেতে পারেন কোচের পদে। কিন্তু আজও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন,

আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কাতর্কি পন্তের, ক্ষুব্ধ গিলক্রিস্ট বললেন, ‘জরিমানা হওয়া উচিত’

১৩ এপ্রিল : তীব্র সমালোচিত দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। ম্যাচ চলাকালীন আম্পায়ারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা কাটাকাটি চালিয়ে যাওয়ায় দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ককে জরিমানা করা উচিত বলে মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন উইকেট কিপার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।শুক্রবার আইপিএলে দিল্লির ম্যাচ ছিল লখনউয়ের। লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্যাচের চতুর্থ ওভারের ঘটনা। ইশান্ত শর্মার একটি ডেলিভারি ওয়াইড দেন আম্পায়ার। সেই সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি পন্তের। ডিআরএসের আবেদন করেন দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক।



টিভি আম্পায়াররা সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হন, বল ব্যাটের শরীরের কোনও অংশ স্পর্শ করেনি। এমনকী ব্যাটও ছোঁয়নি। পন্থ আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত খুশি হতে পারেননি। আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন দিল্লি। আম্পায়ারকে বলতে থাকেন, মিকোমিটার কেন নেওয়া হল না। ধারাদায্যকাররা

পর্যন্ত বুঝতে পারেননি পন্থ আর আম্পায়ার কেন দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলছেন। আম্পায়ারের সঙ্গে পন্তের



বলে প্রায় ৩-৪ মিনিট ধরে কথা বলবে কেন? খুব সাধারণ এবং স্বাভাবিক একটা আলোচনা বলেই আমার মনে হয়েছে। কিন্তু পন্থ দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলে চাচ্ছিল। ওকে জরিমানা করা উচিত ছিল।

প্রথম চারটি ম্যাচে নীতীশকে পায়নি নাইটরাইটস,কবে ফিরবেন মাঠে?

১৩ এপ্রিল : নীতীশ রানা-শুক্রবারের ইভেনে তাঁকে নামতে দেখা গেল। বাঁ হাতের দুটো আঙুল সাদা টেপ দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা। জানা গেল, তার বসাতে হয়েছে।

আক্রমণ। না, এমন নয় যে, বৈভব অরোরা ভালো বোলিংই করছেন। উইকেটও নিচ্ছেন প্রতি ম্যাচে। কিন্তু শোনা গেল, নাইট পরিকল্পনায় নাকি

আশি শতাংশ ফিট বোলারকে মাঠে তো আর নামানো যায় না। নেটে বোলিং করা এক জিনিস। আর মাঠে নেমে ব্যাটের আগ্রাসনের মুখে বল করা আর এক। নীতীশ রানাকে আবার দেখা গেল, কখনও এক হাতে কাচ ধরার চেষ্টা করছে। চোটেপ্রস্ত হাতকে পিঠের লুকিয়ে। কখনও একই ভাবে ব্যাট করার চেষ্টা করছে। এক হাতে শোনা গেল, নীতীশ প্রবল ভাবে চাইছেন মাঠে ফিরতে। ডাক্তারকে নাকি বারবার সেটা বলছেনও। কিন্তু এখনই সেটা ঘটার সম্ভাবনা নেই। আরও কয়েকটা ম্যাচের আগে তার পক্ষে ফিট হওয়া সম্ভব হবে না। নীতীশ না ফিরলে মিডল অর্ডারে পরিবর্তনের কথাও ভাবা সম্ভব হচ্ছে না। ভেকটেশ আইহার দারুণ ছন্দে, কখনওই বলা যাবে না। মাঝে একটা ম্যাচে হাফসপোর্ট করেছেন টিকিই। কিন্তু সিএসকে-র বিরুদ্ধে মাহেশ খিৎসানার স্পিনের সামনে যে ভাবে বারবার পরাস্ত হয়েছে, অত্যন্ত দৃষ্টিকোণ নীতীশ ফিরে এসে অনায়াসে যে বিকল্পের কথা ভাবা যায়। কিন্তু ফিরলে তো?শোনা গেল, নাইট মেন্টর গম্ভীর এ দিনও ফিজিও-র সঙ্গে বসে জানতে চেয়েছেন, টিমে এত চোট-আঘাত হচ্ছে কেন? সব টুর্নামেন্ট শুরু হল। চারটে ম্যাচ হয়েছে মাত্র। এখনও দেড় মাস বাকি। দিন যত যাবে, গরম তত বাড়বে। আর এখনই টিমে এত চোট নিয়ে ডাবাচ্ছে? আসলে গম্ভীরের নাকি বিশ্বাস করেন, দলের ভারতীয় ক্রিকেটাররাই আসল। বিদেশি যত ভালোই হোক, চারটের বেশি খেলানো যায় না। এবার ভারতীয় প্লেয়াররাই যদি চোট আক্রান্ত হয়ে পড়েন এ ভাবে, তা হলে শান্তিতে থাকার উপায় নেই।



অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। নীতীশ ফিরবেন কবে, এখনও সুনির্দিষ্ট কোনও দিনক্ষণ জানা নেই। হরিত রানা-ইউডেনে কিছুক্ষণ বোলিং করলেন কেকেআর পেসার। কাঁধের চোটের কারণে গত দুটো ম্যাচ খেলা সম্ভব হয়নি যার পক্ষে। টিম এখনও তাঁকে দেখছে। পর্যবেক্ষণে রাখছে। বোঝার চেষ্টা করছে, ম্যাচ ফিট তিনি এখনও হয়েছে কি না? দুই গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ক্রিকেটারের চোট কিছুটা হলেও চিন্তায় ফেলেছে কেকেআর শিবিরকে। সিএসকে ম্যাচ পর্যন্ত অসুবিধে হয়নি। কারণ, টিম তখন জিতছিল। কিন্তু চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে একপেঁশে হারার পর কয়েকটা বিষয় নিয়ে দৃষ্টিস্তায় রয়েছে কেকেআর।যেমন, টিমের মিডল অর্ডার। যেমন, টিমের ভারতীয় পেস

বরাবরই এক নম্বর পছন্দ হরিত। যিনি ভালো গতিতে বল করেন বলে শুধু নয়, চাপের মুখে মাথা ঠাণ্ডা রাখতেও জানেন। সেটা ইউডেনে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে হেনরিক ক্লাসেন ঝড়ের মধ্যেও বোঝা গিয়েছে। যখন শেষ ওভারে হাতে মাত্র তেরো রান নিয়ে কেকেআরকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন হরিত।মহানটিকীয় শেষ ওভারে ক্লাসেন আর শাহবাজ আহমেদকে আউট করে। আরসিবি-র বিরুদ্ধেও ভালো বোলিং করেছিলেন হরিত। কিন্তু দিল্লি ক্যাপিটালস এবং চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে খেলা হয়নি তাঁর। এ দিনে ইভেনে তাঁকে বোলিং করতে দেখা গেল বটে। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলের কেউ কেউ বলছেন যে, হরিত একশো শতাংশ ফিট কি না, সেটা আগে দেখতে হবে।

এপ্রিল সংখ্যা

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ • পঞ্চম সংখ্যা • ১ এপ্রিল ২০২৪

সুখম

আহারে

শরীর ফিট

- সচেতনতা অবলম্বন করে ক্রনিক কিডনি ডিজিট থেকে দূরে থাকা সম্ভব
- ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি ডায়াবেটিকদের কিডনির সমস্যা
- সফলতাল্লাভের প্রাথমিক দরকার শাখিক ও কার্যকরী জীবন পরিচালনা
- হাট রিফ্রেশমেন্টের কিছু সত্য ধারণ
- ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি
- সুখম ওপে ডরপূর মাহ
- সর্বোচ্চ প্রোটিন পাওয়া যাবে মায়সে

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পারেন কোডিত স্থান করুন